চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 August, 2020 ■ আগরতলা, ১২ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২৮ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অন্ধকারে আলো, রাশিয়া আনলো করোনার ভ্যাকসিন, দাবি পুতিনের

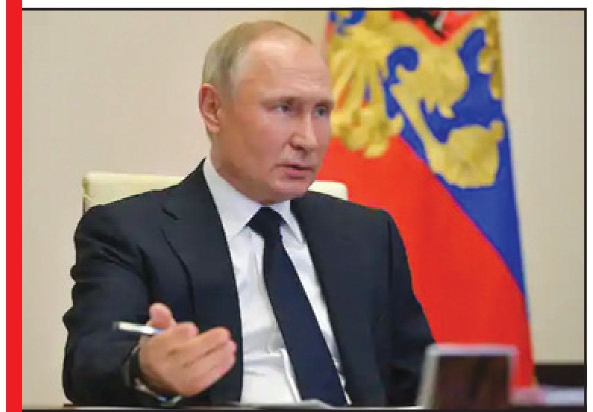

মস্কো, ১১ আগস্ট (হি. স.)।। বিশ্ব থেকে করোনা নির্মূল করতে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের দাবি করল রাশিয়া। মঙ্গলবার তাদের নবনির্মিত ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে ফেলল পুতিনের দেশ।প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন করার ঘোষণা নিজে করেছেন।পরের মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে এই ভ্যাকসিনের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে করবে রাশিয়া।কিন্তু বিশ্বের বাকি দেশগুলোর কাছে এই ভ্যাকসিন পৌঁছতে সময় লাগবে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত।রাশিয়ার গামালয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট গত সপ্তাহে আবিষ্কারের তৃতীয় পর্যায় এসে প্রায় এক হাজারেরও বেশি মানুষের ওপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করেছিল।

রাশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পরের মাস থেকে বিপুল পরিমাণে ভ্যাকসিনের উৎপাদন করা হবে। অক্টোবর থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা ব্যবহার করা হবে।মঙ্গলবার সকালে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, করোনাকে হত্যা করার ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে করোনা নির্মূল করতে এই ভ্যাকসিন কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে।শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দীর্ঘকালীন স্তর তৈরি করবে এই ভ্যাকসিন।সকলকে চমকে দিয়ে ভ্লাদিমির পুতিন আরও দাবি করেছেন যে তার নিজের দুই মেয়ের ওপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল।বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছেন।এই ভ্যাকসিনের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।এই ভ্যাকসিন এর রেজিস্ট্রেশন এর সার্টিফিকেট রাশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।যদিও বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা দাবি করেছে যে রাশিয়ার এই ভ্যাকসিন এখনো ট্রায়ালের তৃতীয় পর্যায়ও পেরোয়নি।রাশিয়াকে ডব্লিউ টি ও পরামর্শ দিয়েছিল যে ভ্যাকসিন আবিষ্কারে তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন নেই। বিশ্বের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংগঠনও রাশিয়াকে সেই পরামর্শই দিয়েছিল।

পঃবঙ্গ ও গুজরাত সহ ১০ রাজ্যের করোনা সংক্রমণ নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র

অখুশি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, টেস্ট বাড়াতেই হবে, সাথে কনট্যাক্ট ট্রেসিং

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.)।। করোনা সংক্রমণের শীর্ষে থাকা রাজ্যগুলির টেস্টের হার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের মধ্যে যে দশটি রাজ্যে করোনা সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি, সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই বাংলা, বিহার, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলিতে টেস্ট কম হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশে মোট সংক্রামিতের ৮০ শতাংশই এই ১০ রাজ্যে। এই রাজ্যগুলি যদি করোনাকে রুখতে পারে তাহলে এই মহামারীর বিরুদ্ধে ভারতের জয়ও সুনিশ্চিত হবে।"এদিনের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের নীতীশ কুমার, মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরে-সহ তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, গুজরাত, পাঞ্জাব, কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "৭২ ঘণ্টার ফর্মুলা মেনে কাজ করলেই কোভিডকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে।" ৭২ ঘণ্টার ফর্মুলা কী? প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন, কারও পজিটিভ ধরা পড়লে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের চিহ্নিত করে টেস্ট ও আইসোলেট করতে পারলেই ফল মিলবে।" তিনি আরও বলেন, "বিজ্ঞানীরা এই মুহূর্তে এই ৭২ ঘণ্টার ফর্মুলাতেই জোর দেওয়ার কথা বলছেন।"

কনট্যাক্ট ট্রেসিং আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা না হলে কোভিডকে রোখা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত করোনা পর্বের শুরুতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'ট্রিপল টি' ফর্মুলার কথা বলেছিল। তা হল, 'টেস্ট, ট্রেসিং এবং ট্রিটমেন্ট।'

অনেকের মতে, আনলক পর্বে ৭২ ঘণ্টার ফর্মুলা বস্তবায়িত করা কার্যত অসম্ভব। কারণ, যিনি আজকে পজিটিভ হচ্ছেন, তিনি গত ৭২ ঘণ্টায় গণপরিবহণে কার কার সংস্পর্শে এসেছেন তা খুঁজে বের করা মুশকিল।

মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করছে কোভিড মহামারীর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা চিকিৎসা নিয়ে সরব বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা পরিষেবায় ত্রুটির অভিযোগ এনে এবার সরব হলেন বিজেপি বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে এক চিঠিতে সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। সাথে ওই সমস্যার দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করেছেন।

বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা জিবি হাসপাতালের এনটিএইচ টু ভবনে আইসিইউতে অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জরুরি ভিত্তিতে অক্সিজেন সরবহার লাইনের ত্রুটি সাড়ানো না হওয়ায় কয়েকজন রোগী স্বাশকষ্টে মাড়া গিয়েছেন। বিষয়টি অত্যান্ত বেদনাদায়ক ও দুর্ভাগ্যজনক বলে শ্রী সাহা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিজেপি বিধায়ক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের পচাঁগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১১ আগস্ট।। ৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর আজ এক ব্যক্তির পচাঁগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমায় ডাইনছড়া রামচরণ স্কুল সংলগ্ন পরিত্যাক্ত কুয়াতে রিংকু নাথের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার থেকে রিংকু নাথ নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর বাবা বনমালী নাথ গত শনিবার কাঞ্চনপুর থানায় ছেলের নিখোঁজ ডায়রি করেন। পুলিশ তাকে নানা স্থানে খুঁজা খুঁজি করেও ব্যর্থ হয়। আজ রামচরণ স্কুলে একটি ঘরের ভেতরে তিনটি লাঠি সহ একটি রক্তমাখা গ্যাঞ্জি উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লদাস ও কাঞ্চনপুর থানার ওসি পরিতোষ দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। ডগস্কোয়াডকেও সেখানে আনা হয়েছিল। কিন্তু, গত রাতে বৃষ্টি হওয়ার কারণে ডগস্কোয়াড কিছুই খুঁজে বের করতে পারে নি। শেষে স্কুলে পাশেই একটি পরিত্যাক্ত কুয়াতে রিংকু নাথের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

বৈরী সহযোগী সন্দেহভাজন পাঁচ যুবক মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ আগস্ট।। বৈরি সহযোগী সন্দেহভাজন আটককৃত পাচঁ যুবককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় গন্ডাছড়া থানার পুলিশ। গত রবিবার গঙ্গানগর থানা এলাকার আনন্দ পাড়া থেকে টিএসআর জওয়ানরা যুবকদের আটক করে। তাদের প্রত্যেকের বাড়ী গন্ডাছড়া থানা এলাকার পুড়ান ভগিরত পাড়া। পনের আগষ্টকে সামনে রেখে প্রতিদিনের মত এদিনও রুটিন মাফিক টিএসআর বার নম্বর ব্যাটেলিয়ানের নবকুমার পাড়া ক্যাম্পের জওয়ানরা টহলদারিতে বেড়িয়ে আনন্দ পাড়াতে অপরিচিত পাচঁ যুবককে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করোনা আক্রান্ত ১১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে ১১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৩১১৪টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষ্ঠানে এবং রাজ্যের প্রবেশদ্বারে ২০৬৫টি নমুনা পরীক্ষায় ৮৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ১০৪৯টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ২২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আজ করোনা আক্রান্ত হয়ে কারোর মৃত্যু হয়নি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রণব মুখার্জির শারীরিক অবস্থা সংকটজনক

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স)।। করোনা আক্রান্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে দিল্লির সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার তার অবস্থা আরও সংকটজনক হয় এমনটাই খবর সূত্রে। সূত্রের খবর,আপাতত চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি।মাথায় অস্ত্রোপচারের পর ভেন্টিলেশনে করোনা আক্রান্ত প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। আপাতত তাকে ৯৬ ঘণ্টা রাখা হবে পর্যবেক্ষণে। অন্যদিকে, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সাড়া দিচ্ছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি।

প্রসঙ্গত, সোমবার টুইট করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জানান, তিনি অন্য চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন। সেখানেই তাঁর কোভিড টেস্ট হয়। কারণ বর্তমানে যে কোনও চিকিৎসার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ, মহিলা সহ আহত তিন ঃ উত্তেজনা

প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েত এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ আগস্ট।। বিএসএফ এবং জনতা খণ্ডযুদ্ধে মহিলা সহ তিনজন আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় মামলা পাল্টা মামলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের ইছাইরপার এলাকা উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। বিএসএফ-এর দাবি, পাচারকারীদের থামাতে তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে কয়েকজনের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে।

অন্যদিকে গ্রামের মানুষের বক্তব্য, বিএসএফ জওয়ানরা বিনা কারণে দুর্ব্যবহার করেছেন তাঁদের সঙ্গে। প্রতিবাদ জানানোয় তাদেরকে মারধর করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। এদিকে কদমতলা থানার ওসি জানিয়েছেন, সোমবার রাতে ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানিয়েছেন, বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা এক মহিলার শ্লীলতাহানি করেছেন। তাতে বাধা দিতে গেলে মহিলা সহ তিনজনকে বিএসএফ জওয়ানরা প্রচণ্ড মারধর করেছেন। তিনজনই আহত হয়ে ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অন্যদিকে, বিএসএফের অভিযোগ, গরু পাচারের সাথে জড়িত মহিলা সহ তিনজনকে থামাতে গিয়ে তাদের লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। তাঁদের সতর্ক করা সত্ত্বেও পাচার চালিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে বিএসএফকে মারধর করতে হয়েছে। কারণ, পাচারকারীরা বিএসএফের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল।

স্থানীয়দের বক্তব্য, সংঘর্ষ চলাকালীন গুলির আওয়াজ শুনা গেছে। তবে গরু পাচার কিংবা শ্লীলতাহানি নিয়ে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কোনও বক্তব্য জানা যায়নি। ওই ঘটনায় এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। কদমতলা থানার ওসি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গ্রামপ্রধান ও অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করেছেন।

রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ডলুবাড়িতে রেলপথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। রেলওয়ে ওভারব্রিজের দাবিতে আজ মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায় ডলুবাড়ি এলাকায় রেলপথ অবরোধ করেছিলেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ে ওভার ব্রিজের দাবি জানানো সত্ত্বেও প্রতিবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির শিকার হচ্ছেন তাঁরা। তাই আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের রেলপথ অবরোধে বসেছেন গ্রামবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পানিসাগরের মহকুমাশাসক। অবশেষে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসকের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়েছে। জেলাশাসক রেলওয়ে ওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজ শীঘ্র শুরু করা হবে বলে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন। তার জন্য রেল দফতরকে আগামী রবিবারের মধ্যে নির্মাণ খরচের হিসাব দিতে বলা হবে।

প্রসঙ্গত, পানিসাগর মহকুমায় ডলুবাড়ি এলাকায় রেলওয়ে ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়ে আসছেন। ইতিপূর্বে দুই দফায় তাঁদের ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, রেলওয়ে ব্রিজ আজও নির্মাণ হয়নি। আজ থেকে তিনদিন আগে ডলুবাড়ি এলাকায় গ্রামবাসীরা রেলপথ অবরোধের ঘোষণা করেছিলেন। সে মোতাবেক তারা মহকুমা প্রশাসন, জিআরপি ধর্মনগর, পানিসাগর এবং কদমতলা থানায় অবরোধের বিষয়ে অবগতও করেছিলেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে আগুনে পুড়ে ছাই ৯টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম ভিতর বাজারে গতরাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকটি দোকান ভস্মীভত হয়ে গেছে। আগুন লাগার পরপরই স্থানীয় জনগণ দমকল বাহিনীকে খবর দেন। সাবরুম এর দমকল বাহিনীর একাধিক ইঞ্জিন ছুটে এলেও আগুন আয়ত্তে আনা কষ্টকর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের

আগরতলা, ১১ আগস্ট (হি.স.)।। প্রতিবারের মতো এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক দিয়েছে। ওইদিন সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বনধ পালন করার ডাকও দিয়েছে তারা।

প্রতিবছরই উত্তর- পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠী স্বাধীনতা দিবস বনধের ডাক দেয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যেই স্বাধীনতা দিবসে ১১ ঘণ্টার বনধ পালনে হুলিয়া জারি করেছে তারা।

মঙ্গলবার মেঘালয়ের হানিউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল (এইচএনএলসি), মণিপুরের কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওআইকেএল), মণিপুর ভিত্তিক কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের একাংশে সম্প্রসারিত কমতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও), অসমের পিপলসডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবি লংরি (পিডিসিকে) এবং ত্রিপুরার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব তুইপ্রা (এনএলএফটি), এই ছয়টি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন যৌথ বিবৃতি জারি করে আগামী ১৫ আগস্ট বনধ-এর ডাক দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হবে। এমনিতেই স্বাধীনতা দিবসের আগে সীমান্তে টহলদারি বাড়িয়ে দেয় বিএসএফ। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায়ও জোর দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবস বর্জনের ডাক দেয় এই সকল উগ্রপন্থীরা। এদিন অসম (বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা), মণিপুর, মেঘালয়ে অঘোষিত বনধ-এর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো। মানুষজন খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের হতেন না। বাড়ি-ঘর, দোকানপাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলনেও ভয় পেতেন মানুষ। গত বছর চারেক থেকে এই ভীতি কাটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নাগরিককুল।

দাউদকান্দি পর্যন্ত ৯১ কিমি জলপথ পরিদর্শন করলো বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানি, বাণিজ্যের ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নিয়ে বৈঠক সারলেন ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ১১ আগস্ট (হি.স.)।। নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানির জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি চূড়ান্ত করতে এবং পণ্য পরিবহণে সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার সোনামুড়ায় এক প্রস্থ বৈঠক সারলেন ব্যবসায়ীরা। তাতে, ৫০ টন সিমেন্ট পরীক্ষামূলক পণ্য পরিবহণের সূচনায় বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা হবে, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে ত্রিপুরার ব্যবসায়ীরা বিএসএফ-এর সাথে নদীপথে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন।

এদিকে আজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

বিবিরবাজার থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত গোমতী নদীতে ৯১ কিমি পথ পরিদর্শন করেছে। সংস্থার চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, ট্রাফিক এন্ড প্রটোকল ডিরেক্টর রফিকূল ইসলাম সহ পদস্থ আধিকারীকরা পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানত, এই নদিপথে দাউদকান্দি পর্যন্ত ২৩টি ব্রীজ রয়েছে। তাতে পণ্যপরিবহনে কতটা উপযোগি আজ ওই পরিদর্শনকারী দল তা যাঁচাই করেছেন। তারাই এ বিষয়ে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সোনামুড়া-দাউদকান্দি নদীপথে পণ্য পরিবহনে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেবে।

আজ ইন্দো-বাংলা চেম্বার অব কমার্স, ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতর এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা সোনামুড়া-দাউদকান্দি নদীপথে বাণিজ্যের সুফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৯৯ ▫ ১২ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ২৭ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মাফিয়া দৌরাত্ম

যুগে যুগে মাফিয়ারাজ। বাম আমলে যে ধারা অব্যাহত ছিল রাম আমলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিছে না, বরং এই পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক করিয়া তুলিতেছে। কিছুদিন আগেও ঊষাবাজার এলাকায় এক বাড়িতে গুলি চালাইয়াছিল মাফিয়ারা। তাহার রেশ থাকিতে থাকিতেই ঊষা বাজারে জমি মাফিয়াদের তান্ডব বাড়িয়াছে। শুধু ঊষা বাজার নহে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাফিয়ারাজ, নিগোজিশন তান্ডব অব্যাহত আছে। অভিযোগে জানা গিয়াছে যে কয়েক মাস আগে ঊষা বাজারে যে বাড়িতে গুলি চলিয়াছিল সেই ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, রবিবার ঊষাবাজারে তিন বাড়িতে ভাঙচুর ও তিন রাউন্ড গুলি চলিয়াছে। পিছনে জমি মাফিয়াদের যোগাযোগ বলিয়া প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাফিয়ারাজ খুব জোর গতিতে কায়েম হইয়াছে। কথায় কথায় এখন পিস্তল উচাইয়া গুলি চলিতে থাকে। এবং সবচাইতে বিস্ময়ের বিষয় অপরাধীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আইন নিজের হাতে তুলিয়া নেওয়ার ঘটনা ক্রমেই বাড়িতেছে। কিছুদিন আগে সোনামুড়ায় পিস্তল উচাইয়া গুলি কান্ড ঘটিয়াছে। কিন্তু নামধাম জানা সত্বেও পুলিশ অপরাধীর টিকির নাগালও পায় নাই। এই জমি মাফিয়া নিগোজিশন বাণিজ্যে কাহারা জড়িত এবং তাহারা এই দুঃসাহস কি করিয়া দেখাইতে পাইতেছে, পুলিশ তাহাদের টিকির নাগাল কেন পায়না, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। ক্ষমতাসীন দলের স্নেহচ্ছায়ায় যেসব অপরাধীরা লালিত তাহাদের সম্পর্কে দল কতখানি ওয়াকিবহাল এই বিষয়েও প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে। কারণ, বিজেপি-র নীতি আদর্শ অন্য দল হইতে অনেক বেশী স্বতন্ত্র। বাম আমলে যেসব মাফিয়ারা গলা উঁচাইয়া রাজত্ব করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে রাজ্যবাসী অবগত ছিলেন। কারণ, এইসব মাফিয়ারা পার্টি ফান্ডে মোটা টাকা উপঢৌকন দিত বলিয়া অভিযোগ ছিল। বাম আমলের সেই মাফিয়ারা আবার নতুন মুখোসে এই রাম আমলেও সগৌরবে মাফিয়া রাজ কায়েম রাখিয়াছে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল ও সরকার এই মাফিয়া দৌরাত্ম বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে তাহা একসময় নাগালের বাইরে চলিয়া যাইবে। পুলিশ দিনে দিনেই কৃতিত্ব দেখানোর পরিবর্তে ব্যর্থতাকেই বেশি করিয়া কুড়াইতাছে। এই লক্ষণ আধুনিক পুলিশ প্রশাসনকে আরো দূর্বল করিবে এবং মাফিয়া রাজকে প্রকারান্তরে আরো বেশী মদত দেওয়া হইবে। একসময় রাজনীতির প্রয়োজনে মাস্তানরাজকে আমদানি করা হইত। ক্লাব সংস্কৃতিকে দলীয় রাজনীতির কাজে নগ্নভাবে ব্যবহারে নজীর আছে। কিছু কিছু ক্লাব সামাজিক কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে জনমনে তাহাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু, বেশিরভাগ ক্লাবই রাজনৈতিক সংস্পর্শে নিজেদের বিলীন করিবার চেষ্টায় আছে। রাজনৈতিক দলগুলিও ক্লাবগুলিকে হাতে রাখিয়া রাজনীতির শক্তি বাড়াইতে সচেষ্ট। ইহা রাজনীতির ক্ষেত্রে সুস্থতার লক্ষণ নহে। ক্লাবগুলি যদি রাজনৈতিকভাবে ঝুকিয়া পড়ে তাহা হইলে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ লক্ষ্যনীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সুস্থ সমাজ ও সুস্থ প্রশাসন একটি রাজ্যের মানুষের সবচাইতে বড় কাম্য। সমাজ রাজনীতিতে যদি কথায় কথায় পিস্তল উচাইয়া উঠে গায়ে জোর খাটানো হয়, সেখানে গণতান্ত্রিক সুস্থ বাতাবরণ গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই, প্রশাসনকে কঠোর হওয়া উচিৎ। পুলিশকে পুলিশের মতো কাজ করিতে দিতে হইবে। পুলিশকে নপুংসক বানাইয়া সুস্থ প্রশাসন দেওয়া যাইবে না। আর সুস্থ প্রশাসন না হইলে মানুষের ক্ষোভের আগুন দিনে দিনে বাড়িবে। যে আগুন একদিন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে।

দুর্গাপুরে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট ছাত্র, ঘাতক ডাম্পারে ভাঙচুর

দুর্গাপুর, ১১ আগষ্ট (হি.স.): পাথর বোঝাই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার।ক্ষিপ্ত জনতা ভাঙচুর চালাল ঘাতক ডাম্পারে। আগুন ধরিয়ে দিল ডাম্পার চালকের সিটে।মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের বি-জোন কাশীরাম দাস রোড এলাকায়।পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শুভ্রজ্যোতি মন্ডল (১৪)।বেনাচিতি শ্রীনগর পল্লী এলাকায়। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভ্রজ্যোতি দুর্গাপুর টাউনশিপের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর মেধা ছাত্র। তার বাবা আশিষ কুমার মন্ডল বেসরকারি কারখানার কর্মী। শুভ্রজ্যোতি ''র মামার বাড়ি কাশিরাম দাস এভিনিউ এলাকায়। গত তিনমাস ধরে সে হঠাৎই শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।এর পর থেকে দুর্গাপুরের একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে একাধিকবার ভর্তি করে তার চিকিৎসা চলতে থাকে। গত পাঁচদিন ধরে ডিএসপি মেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিল। গত সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি এসেছিল। মঙ্গলবার সকালে নিজের সাইকেল নিয়ে মামাবাড়ী থেকে দোকানের উদ্দেশ্য বের হয়।বাড়ি থেকে বের হতেই প্রায় ৫০ মিটার দূরত্বে একটি অতিরিক্ত পাথর বোঝায় ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে তাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘাতক ডাম্পারটির চাকায় সাইকেল সহ প্রায় ২০ মিটার টেনে হিঁচড়ে চলে যায়।ডম্পার চালক ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণে এনে দাঁড়িয়ে যায়। বাড়ি থেকে তার মা রিতা মন্ডল ছেলে''কে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে দেখে ঘাতক ডাম্পারের পেছনে ছুটে আসে। চাকার তলায় পিষ্ট জখম অবস্থায় নাবালক মায়ের কোলে মাথা রেখে মা ''কে গান শোনাতে থাকে।

তড়িঘড়ি তাকে এলাকাবাসী উদ্ধার করে হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে ভর্তি করে।সেখানে কয়েকঘন্টার চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয়।পুত্র শোকে রিতা দেবী জ্ঞান হারালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।উত্তেজিত জনতা ঘাতক ডাম্পার ভাঙচুরের পাশাপাশি ডাম্পারের সিট গুলি রাস্তার পাশে নামিয়ে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বেশ কয়েকমাস ধরে টাউনশিপ এলাকায় অতিরিক্ত বালি ও পাথর বোঝায় লরি, ডাম্পার অবাধে চলাচল করছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অবৈধভাবে চলছে ভারী যানবাহন।ফলে টাউনশিপের রাস্তা বেহালের পাশাপাশি বাড়ছে দুর্ঘটনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। নামে কমব্যাট ফোর্স।পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। এলাকাবাসী রাজেশ পাসওয়ান বলেন, 'ছেলেটি সাইকেল চালিয়ে সঠিক দিক দিয়েই যাচ্ছিল।পাথর বোঝায় ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে এসে তাকে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সম্প্রতি এই এলাকায় প্রশাসনের কাছে বহুবার দাবি করা হয়েছে, ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য।গাড়ি গুলি বীরভূম থেকে পাণ্ডবেশ্বর হয়ে টাউনশিপের ভেতর দিয়ে শিলর বিভিন্ন এলাকায় সহজে পৌঁছে যাচ্ছে।এলাকায় দুর্ঘটনার পাশাপাশি টাউনশিপের সুন্দর রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে পড়ছে।

মাস্কের ঘেরাটোপে বিশ্ব তথা দেশ

কুশল মেত্র

শুধু ভারতের কেন বিশ্বের কনডেন্ট তথা ট্রেড মার্ক এখন মুখবন্ধী তথা মাস্কে এসে দাঁড়িয়েছে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ এখন করোনাতঙ্কে মুখ ঢেকেছে আঁচলে। মুখের প্লাকার্ড এখন ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুকে মুখোশবন্দি করে তুলেছে। রাষ্ট্রে মুখে মাস্ক কড়া নিরাপত্তাবলায় এখন মাস্ক দুনিয়ায় ডিজিটাল ইন্ডিয়া। আবর, ইরান, ইরাক, সৌদিআরব কট্টর মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যেখানে মেয়েদের তথা মহিলাদের ফতুয়া, বোরখা তুলতে নারাজ। সেখানে কোভিড-১৯-এর হামলা তাদের আবার জোর করিয়েই তথা স্বৈরাচারী হয়েই ফতুয়া পরিয়া দিল। মালাল ইউসুফজাই যেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি বোরখা তথা ফতুয়া তোলার জন্য ঘোর সংগ্রামের বিরুদ্ধে সেখানে তিনিও হয়ত নোভেল করোনাতঙ্কে মুখের আঁচলখানি স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কোভি- ১৯ বিশ্বময় ছড়িয়ে কত আখ্যাই না পেয়েছে। কেউ বলছে নোভেল করোন, কারোর মুখে অতিমারি বা কারোর প্যানডেমিক। এখন আবার বিশেষজ্ঞদের মুখে উঠে এসেছে নতুন নামের পসরা 'ইনফোডেমিক' বিশ্ব ইনফোডেমিক আক্রান্ত কাজেই 'মাস্ক বি নেসেস্যারি'। কাজেই ভাইরাস দমনে মুখের বর্ম মাস্কই হল প্রধান হাতিয়ার।

দেখরে দুনিয়া! দেখরে জগৎ! কেমন খাঁ খাঁ করছে জনমানবশূন্য বিশ্ব। গোটা দুনিয়া আজ একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য দানবের তাণ্ডবে বিশ্বকে লকডাউনে মাস্ক পরিয়ে ছেড়েছে। শুধু কী মাস্ক। ঘরে আটকও করেছে রীতিমতো। 'দূরত্ব' তথা 'ডিসট্যান্স' কথাটি আজ মগজাস্ত্র করে তুলেছে প্রত্যেকে প্রত্যেকর তরে। সুনিপুণ কৌশলে বিশ্বভ্রাতা হয়ে না অভিশাপ হয়ে বেকারকে বেকারত্বে ফেলে দিয়েছে দিনের পর দিন। স্বয়ং প্রকৃতিও আজ মুখ লুকিয়েছে জীবন শ্রেষ্ঠ মানুষ থেকে। হয়ত বিধাতাও আজ তাই! তা না হলে প্রাণীকুল যেখানে চরাচরে কুণ্ঠিত বোধ করছে না, সেখানে মানুষ কোথাও যেতে তথা ঘর থেকে বেরোতে দশ বারোবার ভাবছে রীতিমতো। মুখোশের অন্তরালে মুখ এখন বড়ই বেমানান। দীরে ধীরে সব মুখগুলোই কেমন যেন মুখোশে পরিণত হতে হচ্ছে।

'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞানে!' কথাটি বেশ প্রযোজন্য। ধর্ম-অর্ধমের ব্যারিকেড পড়িয়ে দিয়েছে মুখোশ। শহর থেকে গ্রাম, রাজ্য থেকে কেন্দ্র এখন মাস্ক মিছিলে গোটা বিশ্ব কন্সপিরেসির ফ্রেমে আবদ্ধ। মুখের আঁচলখানি আর সরাতে কেউ নারাজ সেভাবে। শুধু নতুন বউ কেন সবাই আজ বেশ ঘোমটার আড়ালে নিজেকে রেখেছে, সকলের থেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন।

বাজারচলতি দেখা যাচ্ছে বাহারি বদনবস্ত্র বেশ সুসজ্জিত ভ্যারাইটিস রুচিশীল আধুনিক ডিজাইনের ঘেরাটোপে ব্যবসা হাঁকিয়ে বসেছে সর্বত্র। আজকাল টিভিতে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতামন্ত্রীরা নিজ নিজ লোগা সাঁটিয়া প্রচার ও ঝাঁঝালো বক্তৃতা দুইই করিতেছেন। শুধু তী তাই। ক্রিকেটার, ফিল্মস্টার এমনকি বাচ্চাদের মাস্কেও দেখা যাচ্ছে নানা কার্টুনের (মিকি-মাউজ, টম এন্ড জেরি, বাঁটুল দি গ্রেট, স্পাইডারম্যান, ছোট ভীষ, চার্লি চ্যাপলিন) বাহারি সমারোহ। ডাক্তারি এন ৯৫ মাস্কেও দেখা যাচ্ছে বাজার ধরতে আধুনিকতার পশর। সুতির তৈরি মাস্কেও দেখা মেলে লোকসংস্কৃতি কিংবা ফুল ফল প্রভৃতি নানা প্রসন্ন ছাপ। নববিবাহিত বর বধূ পোশাকের সঙ্গে মাস্ক আজ 'মাস্ট কি নেসেস্যারি'। সেখানেও দেখা যাচ্ছে বেশ স্টাইলিস চোখ ধাঁধালো মাস্ক পরিহিত হয়ে তাদের মালাবদল করতে। পথচলতি দেখা গেল ম্যাটাডোর কয়েকজন মুখে মাস্ক পরে নিকট আত্মীয়ের সৎকার করতে যাচ্ছে। তাদের মুখপানে তাকাতেই দেখা যায় দু'একজন মুখে পরিহিত মাস্কে হরে কৃষ্ণ হরে রাম নামগান লেখা। অতএব বলাই যায় আধুনিকতায় মুখপ্রচ্ছদ মাস্ক এখন জামা-প্যান্ট-শাড়ির সাথে সাথে বেশ গুছিয়ে বসেছে মহামারি ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে।মাস্ক-স্যানিটাইজারের ব্যবসা রীতিমতো উৎসাহিত করছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে আর হয়ত কিছু বলার তাগিদ থাকবে না। মুখাভার লক্ষ করলেই তারা অনেক সত্যের উদঘাটন করতে তৎপর হয়। মুখাবয়রে নাকি ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। আর হাত ধরতেও এখন রীতিমতো মানা। তাহলে জ্যোতিষশাস্ত্র কি এখন সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায়।

ছোটবেলায় মেলায় গেলেই মুখোশ কেনার জন্য আবদার করতাম বাবা-মার কাছে। বাঘ, বাল্লুক কিংবা কোন কমিকসের কার্টুনের মুখোশ পেলেই সন্তুষ্ট। মুখ আর মুখোশের অন্তরালে অভিনয় মঞ্চ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হত। ভাবতে অবাক লাগে এখন সেই মুখোশই মুখের অন্তরালে মাস্কে এসে পৌঁছেছে। যা ছোট বড় সবাইকে পরিয়ে দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রেরও মুখ ঢেকেছে মুখোশে। নজরদারির প্রখর জগৎ। এখন মাস্ক এসেকেমন নেতানেত্রীদের ফুলস্টপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মুখের পরিমার্গ বুঝতে না পারলে---কেমন করে বলবে তোমার বাঁকা হাসি না মৃদূ হাসি। তাদের হাতের ইঙ্গিত পাশাপাশি চোখ -মুখই একমাত্র ভরসা কথা বলার। মুখের অবয়ব ইশারায় তারা সকলের সঙ্গে পথ চলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু এখন। এই মুখোশের আড়ালে তাদেরও হয়ত পথ চলতে ভাব বিনিময়ে বিশেষ জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওষ্ঠসঞ্চালনই যদি না দেখতে পারে তবে বধির ব্যক্তিরা কেমন করে কথা বুঝবেন পরস্পরের। পাশাপাশি কথায় বলে -মুখের আদলেই তোমায় চেনা যায়।

পহলে দর্শনধারী উসকে বাদ গুণবিচারী। এই কথাগুলি হয়ত আগামী দিনে সম্পূর্ণ ডিলিট। হয়ত অ্যাস্ট্রোলজার চোখ-মুখ দেখে মারিতং ভাষণ হয়ত দিয়ে থাকবে যে বহু মুসলিম মহিলা এমন পোশাক পরে তাকে যাতে চক্ষুদ্বয় ছাড়া কিছুই দৃশ্যমান হয় না। তাহলে তাদের চিন্তাভাবনা আদানপ্রদানে অসুবিধা ঘটতে তো দেখি না। এমনকি তারা এভাবেই চলতে হয়ত অভ্যস্ত শরীরীবাষা তথা হাত নাড়ানো কাঁধ ঝাঁকানো এমনকি ভ্রু-ভঙ্গির আকারে ইঙ্গিতে কথা ব্যক্ত করবে। শ্রোতাও একটা সময় এগুলি রপ্ত করতে করতে বেশ সাবলীল হয়ে উঠবে। তাই নয় কি সে প্রশ্ন আপনাদেরই হয়ত ছুড়ে দিলাম। উদ্ধার হয়ত আপনারাই আগামীতে করবেন।

তবে অফরাধ জগতের মানুষের মাস্কের ব্যবহার বেশ আশার আলোও বটে। আগে ব্যাঙ্কে ডাকাতি বা রাস্তাঘাটে চুরি ছিনতাই করতে প্রায়শই মুখে কাপড় ঢেকে নিতে অপরাধীরা। এখন চোর, ডাকাত, ছ্যাঁচোড়দের আর সেদিকটায় ভয় নেই। কারণ চলতি সমাজব্যবস্থায় গুনতির দিকে মাস্ক এখন সর্বজেয় প্রযোজ্য। মাস্ক তথা বদল সর্বাশে ঢাকলেও কারোর কোন সন্দেহের লজ্জিত হাসি না সুখের হাসি। এমন সুন্দর বদনখানি যদি তুমি মাস্কেই জড়িয়ে রাখবে তো কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটির ছেলেটা কেমনে তোমার প্রেমে পড়বে! চাঁদবদন না দেখলে কবি কেমন করে লিখবে তার কবিতার পংক্তিমালা। কেমন ভাবাবেক স্ফুলিঙ্গ কলম দিয়ে ছুটবে। লাল পরিখায় ভেলভেটে মোড়া ওষ্ঠাখানি কেমনে কবির কলমে গোলাপের কাঁটা পরিহিত হবে। মুখভঙ্গি যথাযথ না বুঝতে পারলে কিংবা কথার মর্মও সম্যক বোধমগম্য হবে না। কাজেই মুখ আচ্ছদিত থাকলে শুধু কবির কলম নয় বহু প্রতিক্ষিত মনও পোশাক পরিহিত নিবিড় অন্ধকারে জোনাকির আলোর ইশারায় চাঁদ পানে তাকিয়ে রইবে। এক্ষেত্রে অনেকেই বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর লেশটুকু বা মনে জিজ্ঞাসা চিহ্নের কোন আবির্ভাব ঘটবে না। ফলতে সেই ছিঁচকে চোর ব্যক্তিটি সহজেই চুরি ছিনতাই, খুন করে পালাতে অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, তবে রাস্তাঘাটে সিসিটিভি কতখানি তৎপর তথা ডিজিটাল সভ্যতায় কতটা সুন্দর ছবি তুলবে তা জানা যাবে ভবিষ্যতের মাল্টিমিডিয়ায়।

একটু চোখ ঘোরালেই বিউটিপার্লারগুলি সামনে এসে দাঁড়ায়। অধিকাংশ বিউটিপার্লারগুলি মাস্কের বাজারিত রীতিমতো ধরাশায়ী সঙ্গে হতাশা তো এক উঠোন জুড়েই রয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে—এই করোনা প্যানডেমিক ঠেকাতে মাস্ক অত্যাবশ্যক একটি বস্তু হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই সঙ্কটকালে মাস্ক না পরলে লক্ষা নেই। আর মাস্কের জন্যই তাদের বিউটিপার্লারের ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে। গালে লুজ আর ঠোঁটের লিপিস্টিকের নারী সৌন্দর্যের বাহার এখন মাস্কে। দৈনন্দিন রোজনামচায় এখন মাস্কই সর্বত্র বাজার খুলিয়া বসিয়াছে। কোমল ঠোঁটে বাহারি লিপিস্টিক বা গালের চাকচিক্য দেখানো এখন শুভবোধসম্পন্ন নাগরিকের ধরা ছোঁয়ার ভাবার বাইরে। মোদ্দা কথাটা হল ফ্যাশন ডিজাইনে এখম মাস্ক একটা ভাইটাল পসর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিমারি তথা প্যানডেমিক রুখতে মাস্কের চাহিদা এখন বিশ্বব্যাপী। তাই অনেক সস্তার মাস্ক ও নির্মাণে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলে আশেপাশে নদীনালা কিংবা সমুদ্রে এখন প্রায়শই মাস্ক ছড়িয়ে ছিটি থাকতে দেখা যায়। এগুলি বেশিরভাগই প্লাস্টিকের মাস্ক। সঙ্গে স্যানিটাইজারের বোতল, দস্তানা সবই অতিমাত্রায় ফেলার ফলে সমুদ্রের দূষণও বাড়ছে বৈ কমছে না। হয়ত অদূর অভিষ্যতে আবার সমুদ্রের থেকে মৃত তিমি ভেশে আসবে বালিয়ারিতে। তার পেটে পাওয়া যাবে অসংখ্য প্লাস্টিকের মাস্ক, দস্তানা, স্যানিটাইজারের বোতল ইত্যাদি। এমনিতেই বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্রে প্রতি বছসর প্রায় ১৩ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পাওয়া যায়। আর জলজ প্রাণীরা সেগুলি খেয়ে অসুস্থ হয়ে মারাও যায়। আগামীতে হয়ত এর ভবিষ্যতে গাঢ় অন্ধকারের তলানিতে, তা বলাইবাহুল্য। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নিজেদের মুখ ঢেকে পরিত্রাণ পায় ঠিকই কিন্তু অন্য প্রাণীর শ্বাশরোধ করতেও পিছুপা হচ্ছে না তো বলাই যায়। আর শুধু কী অন্য প্রাণী। ডাক্তারি চিকিৎসায় উঠে এসেছে সব সময় মাস্ক পরা থাকলে নিঃশ্বাস নিতেও হৃৎপিণ্ডে বেশ চাপের মধ্যে পড়তে হয়, ফুসফুসে চাপের সৃষ্টি হয়। সবসময় মাস্কের ব্যবহারও বেশ অস্বস্তিকর। অ্যাজমা তথা হাঁপের টানের রোদীদের মাস্ক খুবই ভূক্তভোগী একটি জিনিষ। বিশেষ করে বাচ্চা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের মাস্ক পরে নিশ্বাস নিতে ফুসফুসে বেশ আঘাত ঘটে বৈকি! এর থেকে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোন রোগের উপর্সগ দেখা দেবে না সে বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিত? মুখোশ আর মুখের অন্তরালে এখন চেনা পৃথিবীটাও অচেনা। ঘরবন্দি জীবন আর মাস্কের আড়ালে তুমি আমি। মুখাচ্ছাদে হয়ত নতুন সুখের আমদানি কিংবা আগামীর ভবিষ্যতে অন্যকথা বলবে। তাই মাস্ক নিয়ে বিস্তর আপত্তি, চাপান উতোর অনেক মান অভিমানের রদ বদল ঘটবে না---তা বলবে রসিক সমাজ, বিজ্ঞ সমাজ তথা আপডে সময়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় অপুষ্টি

শুভঙ্কর দাস

স্বাধীনতার আগে ভারত প্রতিনিয়ত অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও অপুষ্টির অভিশাপ এখনো নির্মূল হয়ে যায়নি।গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে অপুষ্টির ক্ষত এখনো সমানতালে থেকে গিয়েছে।করোনা এসে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে।মাছ, মাংস থেকে শুরু করে শাকসবজি বাজারে সবকিছুই এখন অগ্নিমূল্য।এদিকে কর্মহীন হয়ে পড়েছে সিংহভাগ দেশবাসী। ফলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সর্বত্র তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে চাল এবং ডাল দেওয়া হলেও তাতে হয়তো পেট ভরছে কিন্তু পুষ্টি অভাবটা থেকেই যাচ্ছে।এই সমস্যার দিকে আলোকপাত করে সার্ভিসেস অফ ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, অপুষ্টি জনিত রোগে দেশের ৭০ শতাংশ শিশুই ভোগে।রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে গেলে প্রয়োজন কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের সংমিশ্রণে তৈরি ব্যালেন্স ডায়েট।অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাবারে রাখাটাও শারীরিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে।ফলে খাদ্যাভ্যাসে রাখতে হবে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন।কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর আকাশছোঁয়া দামের ফলে এবং অর্থনৈতিক মন্দার জেরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে সিংহভাগ দেশবাসীকে।আগামী দিনে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যাবে যে ৭৬ মন্বন্তর থেকেও ভয়াবহ মন্বন্তরের সাক্ষী থাকতে হবে দেশবাসীকে। সম্প্রতি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে নিরামিষ আহার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সেখানে আমিষ খাওয়াকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে।এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডা: সজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এমনিতেই মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।তার ওপর যদি আমিষ এবং নিরামিষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয় তবে তা ভয়ঙ্কর।মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্য সরকার করোনা রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।দেশবাসী যদি পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয় তবে আর্থিক উন্নয়ন থমকে যেতে পারে বলে মনে করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক দিব্যেন্দু বন্দোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, করোনা কলে দারিদ্রতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্রসীমার নিচে চলে গিয়েছে বহু মানুষ।করোনা আসার আগেও যারা সচ্ছল ছিল।তারা এখন চরম আর্থিক দুভর্গোগের মধ্যে পড়েছে।দেশের সরবরাহব্যবস্থা বা সাপ্লাই সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য বর্তমানে প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।কিন্তু দরকার ছিল চাহিদা বা ডিমান্ডকে সচল রাখার।সেইখানে আর্থিক প্যাকেজের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনটা কিন্তু হয়নি। ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে গিয়েছে।সম্পদের বন্টন বা ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনে সাম্যতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন।সেই চেষ্টা নিদেনপক্ষে করা উচিত।দুটি শ্রেণীর মধ্যে ফারাক তৈরি হয়েছে, তা কমিয়ে আনতে হবে। জিডিপির উন্নতি হলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয় না।প্রশাসনের তরফ থেকে অস্থায়ীভাবে চাল এবং ডাল দিয়ে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে।কিন্তু এতে পুষ্টিকর খাদ্য পাইনি সাধারণ মানুষ।কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না করলে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসাটা কঠিন। গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্যে চাল, ডাল ছাড়াও যদি সোয়াবিন দেওয়া যায় তবে তার থেকে কিছুটা পুষ্টি মিলবে।বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী রঞ্জিত সুর জানিয়েছেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য মতো পুষ্টিকর খাবারের

অধিকার মানবাধিকারের মধ্যেই পড়ে। জীবনধারণের জন্য এই তিনটি উপাদানের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সরকারের কাছে বরাবরই পুষ্টিকর খাদ্যের অধিকার অপাংক্তেয়, বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাস্থ্য, শিক্ষার সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যের অধিকারও ছিনিয়ে নিতে চাইছে।ফলে সাধারণের মধ্যে একটা হাহাকার তৈরি হয়েছে।বিগত ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে মানবাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেটুকু অধিকার রক্ষিত হয়েছিল তাও কেড়ে নিতে তৎপর এই সরকার।বর্তমানে করোনা সংকটে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তাতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশু এবং মহিলারা। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আজও ব্রাত্য মহিলাদের অধিকার।বিভিন্ন অরাজনৈতিক সেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ছাত্র ছাত্রীরা ত্রাণ এবং খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে না এলে খাদ্যাভাব, অনাহার ভয়াবহ আকার ধারণ করতো। সংকটের এই পরিস্থিতিতে বহু সাধারণ মানুষ নিজের সহ নাগরিকের জন্য এগিয়ে এসেছে এবং মুক্তহস্তে দান করেছে। সরকারি পরিষেবা এবং সাহায্যের অপ্রতুলতার অভাব বুঝতে দেননি তরুণ প্রজন্ম। উল্লেখ যেতে পারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সমূহ প্রবন্ধে দাবি করেছিলেন প্লেগ, ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন ব্যাধি আগেও ছিল ছিল কিন্তু সেই সময় পুষ্টিকর খাবারের যোগান মানুষের হাতের নাগালে ছিল।তাই এই সকল মহামারির বিরুদ্ধে মানুষ নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুষ্টিকর খাবার খেয়েই বৃদ্ধি করেছিল।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাগুলি আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে বাজারে খাবার ছিল না এমন নয়।মানুষের পকেটে সেই খাবার কেনার টাকা ছিল না বলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অপুষ্টি নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ।তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন ফরাসি বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদরা জা দ্রেজ।বিহারের মুজাফফরপুর লিচু খেয়ে বহু শিশুর মৃত্যু পেছনে ছিল অপুষ্টি।বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে অপুষ্টির ধারা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সিন্ডিকেটের মুক্তাঞ্চল বরাক উপত্যকা, সংযোজিত করোনার কালো ব্যবসা, ধ্বংসের মুখে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ : প্রদীপ দত্তরায়

শিলচর (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : সিন্ডিকেট চক্রের কবলে আছেই। এবার করোনা-কেন্দ্রিক কালো ব্যবসার জাল ফাঁদা হয়েছে।। দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় কয়লা, বার্মিজ সুপারি, পুস্ত, বালু-পাথর, কাঠ প্রভৃতির জাঁকজমক অবৈধ ব্যবসার ইতিবৃত্ত সর্বজনবিদিত বিষয়। এবার নতুন করে সংযোজন হয়েছে করোনা সিন্ডিকেট। অভিযোগ করেছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা উপদেষ্টা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

বিস্ফোরক প্রদীপ বলেন, বর্তমানে করোনা সিন্ডিকেটের নামে কোটি কোটি টাকার খেলা চলছে শিলচরে। প্রত্যেক করোনা রোগীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে মঞ্জুর হয়। অথচ একজনের পিছনে ৫০ হাজার টাকাও খরচ হয় না। রোগীদের যে ধরনের খাবার দেওয়া হচ্ছে বা থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। বাথরুমগুলো এতই অপরিচ্ছন্ন যেখানে রোগীর যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এতে রোগীরা আরও অসুস্থ হচ্ছেন। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করার পরও এর কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

প্রদীপবাবু আরও বলেন, করোনা সিন্ডিকেট চলছে একটি বিশাল চক্রের মাধ্যমে। এই করোনা সিন্ডিকেটে একাংশ আমলা, চিকিৎসক, ঠিকাদার জড়িত রয়েছেন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত এবং হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অভিজিৎ স্বামী অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। তাঁদের সততা এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে ওইসব ঠিকাদার আমলা এবং একাংশ চিকিৎসক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এঁদের বিরুদ্ধে অতিসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে গোটা স্বাস্থ্য বিভাগ পঙ্গু হয়ে যাবে। করোনা রোগীদের সীমাহীন কষ্টের মাত্রা উপলব্ধি করে সরকার এখন বলছে বাড়িতেই রোগীরা থাকতে পারবেন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিউ-র সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। এছাড়া শিলচরে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই চিকিৎসার জন্য।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হিমন্তবিশ্ব শর্মা শিলচরে এসে বলেছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে ১ হাজার বেডের কোভিড কেয়ার সেন্টার করা হবে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় এই কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হবে। এছাড়া শিলচরে ৩০০ শয্যার একটি কোভিড হাসপাতাল করা হবে। যার জন্য জায়গা দেখে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এসে বলেছিলেন করিমগঞ্জেও ১০০০ শয্যার আরও একটি কোভিড কেয়ার সেন্টার হবে। কিন্তু বাস্তবে এখনও কিছুই হয়নি।

আইনজাবী প্রদীপবাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান, শোনা যাচ্ছে আগামী ১৪ আগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হিমন্তবিশ্ব শর্মা শিলচর আসছেন। তাঁর কাছে প্রদীপ দত্তরায়ের প্রশ্ন, শিলচর ডিএসএতে হাজার শয্যার কোভিড কেয়ার সেন্টার এবং ৩০০ শয্যার কোভিড হাসপাতাল কখন হবে? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব যেন দিয়ে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। জবাব না দিলে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রতি আস্থা হারাবেন বরাকবাসী। বলেন, এছাড়া বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ নিজে একজন চিকিৎসক, তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল একজন কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরোলজিস্ট নেই। শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না, বিষয়টা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং বরাকবাসীর কাছে সাংসদের অক্ষমতাও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৫০ বছরের পুরনো এই মেডিক্যাল কলেজও পাঁচগ্রাম পেপার মিল এবং আনিপুরের চরগোলা সুগার মিলের মতো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন প্রদীপ দত্তরায়। তাই উপত্যকার জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবার একমাত্র ভরসা শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে বাঁচাতে সর্বশ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আকসা-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

মোবাইল ফোনে আইনজীবীর কাছে দশ লক্ষ টাকা দাবি করে বাজারিছড়া পুলিশের জালে দুই দুষ্কৃতী

বাজারিছড়া (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : জনৈক সিনিওর আইনজীবীর কাছে দশ লক্ষ টাকা দাবি এবং অনাদায়ে ভয়ঙ্কর পরিণামের হুমকি দিয়ে পুলিশের জালে পড়েছে দুই দুষ্কৃতী। বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রা পুলিশ পেট্রোল পোস্টের কর্মীদের হাতে ধরা পড়েছে তারা। ধৃতদের মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে। ধৃতদের এলাকার জনৈক মইন উদ্দিনের বছর ২০-এর ছেলে লসাই উদ্দিন এবং জমির উদ্দিনের ১৯ বছর বয়সি ছেলে সাদ্দাম হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

নাগ্রা পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ নবজ্যোতি ডেকা জানান, গত ২৯ জুলাই স্থানীয় মানিকবন্দের মাহিগ্রামের বাসিন্দা তথা জেলা দায়রা আদালতের সিনিয়র আইনজীবী শিবেন্দ্র দাসের মোবাইল ফোনে এয়ারটেলের কয়েকটি নম্বর থেকে বেশ কয়েক দফায় ফোন আসে। ফোনকারীরা আইনজীবী দাসের কাছে নগদ দশ লক্ষ টাকা দাবি করে নির্দিষ্ট একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। দাবি মতো টাকা না পেলে তাঁকে ভয়ঙ্কর পরিণামেরও হুমকি দেয় দুষ্কৃতরা। তারা কে জিজ্ঞেস করলে যুবকরা নিজেদেরকে বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের সক্রিয় সদস্যর বলে পরিচয় দিয়ে আধা বাংলা ও ভুলে ভরা হিন্দিতে কথা বলে। বিষয়টি পুলিশকে অবগত করেন আইনজাবী শিবেন্দ্র দাস।

শিবেন্দ্রবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের পাকড়াও করতে জাল বিছিয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। গত কয়দিন ধরে নাগ্রা পুলিশের সাদা পোশাকের কয়েকটি দল এলাকার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজন যুবকের গতিবিধির ওপর নজর রাখে।

সাফল্যেও পান তাঁরা। বিশেষ সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে পুলিশের একটি দল মানিকবন্দ মাহিগ্রামে অর্থাৎ আইনজীবী শিবেন্দ্র দাসের বাড়ির পাশে হানা দিয়ে এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে।

ধৃত লসাই উদ্দিন এবং সাদ্দাম হুসেন নাকি পুলিশি জেরায় তাদের কুকর্মের কথা স্বীকারও করেছে। তবে এরা কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ অফিসার নবজ্যোতি ডেকা। পুলিশের ধারণা, সহজে অর্থ উপার্জনের জন্য এই পথ অবলম্বন করেছিল তারা।

আরো ১১ টি নতুন স্কোয়াড্রন তৈরি করবে বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.): ফ্রান্স থেকে চলে এসেছে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে সেই দিক বিবেচনা করলে আগামী দিনে ভারতকে একসঙ্গে পাকিস্তান এবং চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হতে পারে।কিন্তু একই সঙ্গে দুই দেশের থেকে আসা আগ্রাসনকে রোধ করতে গেলে ভারতীয় বায়ুসেনার এখনো দরকার ন্যূনতম ২৩০ টি যুদ্ধবিমানের।সেই লক্ষ্যে ভারতীয় বায়ুসেনার মধ্যে ১১ টি নতুন স্কোয়াড্রন গড়ে তোলার জন্য কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।মনে করা হচ্ছে লাইট কম্বাট এয়ারক্রাফট তেজস দিয়ে এই অভাব পূরণ করা হবে।

গোটা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম বায়ু সেনা হচ্ছে ভারতের।ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে এই মুহূর্তে ৯০০ টি যুদ্ধবিমান রয়েছে। সাত ধরণের যুদ্ধবিমান ভারতীয় সেনার হাতে রয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে সুখই ৩০ এম কে আই, মিগ ২৯, মিরাজ ২০০০, জাগুয়ার, রাফাল। ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে এই মুহূর্তে ৫ টি রাফাল যুদ্ধবিমান থাকলেও ২০২৩ সালের মধ্যে সব মিলিয়ে ৩৬ টি রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতের হাতে চলে আসবে।ইতিমধ্যেই রাশিয়া থেকে মিগ ২৯ এবং সুখোই ৩০ এম কে আই কেনা হবে বলে জানা গিয়েছে।ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে যুদ্ধবিমানের ৩১ টি স্কোয়াড্রন রয়েছে। এরমধ্যে পাঁচটি মিগ ২১ রয়েছে। মনে করা হচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধবিমানের যে অভাব ভারতীয় বায়ুসেনার রয়েছে তা পূরণ করা হবে।

নতুন শিক্ষানীতিতে কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণার পরিসর বৃদ্ধি পেল, দাবি কৃষিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর রাষ্ট্রীয় কৃষি উচ্চশিক্ষার অন্তর্গত তিনটি পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।এরমধ্যে কৃষি মেঘ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যুক্ত রয়েছে।এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া যে সংকল্প নেওয়া হয়েছে তাতে করে কৃষি ক্ষেত্রে কম্পিউটিং যুগের সূচনা হলো।কৃষি মেঘের অন্তর্গত বিগত কয়েক বছরের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল প্লাটফর্মে পাওয়া যাবে।যেগুলিকে ব্যবহার করে উন্নতির নতুন আঙ্গিক খুলে যাবে।

মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই পরিষেবাগুলির শুভ সূচনা করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী।এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে এই ধরনের প্লাটফর্ম দেশের উন্নয়নের জন্য সুবিধাজনক পরিসর তৈরি করবে।নতুন শিক্ষা নীতির মাধ্যমে কৃষিতে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা যে তাল মিলিয়ে হওয়া উচিত তার ওপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এই তিনটি পরিষেবা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এতে করে পারিবারিক চিন্তাধারাগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কৃষক পরিবার এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে এতে নিহিত।

মঙ্গলবার আগরতলা পশ্চিম থানায় যুব কংগ্রেসের পক্ষে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত শহিদ ক্ষুদিরামের ১১৩ তম আত্মবলিদান দিবস

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বীর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৩ তম আত্মবলিদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। এ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকাল সাতটায় ডিএসআর বনমালী ইউনিট যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এর পর সকাল আটটায় অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র বেতাইল ইউনিটেও মর্যাদা সহকারে শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

কেন্দ্রীয়ভাবে এদিন সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে সকাল ৯টায় ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সংগঠনের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন কর্মকর্তারা। উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা সঞ্চিতা শুক্ল।

সঞ্চিতা বলেন, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মোৎসর্গের দিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ ক্ষুদিরাম যে স্বপ্নের ভারতবর্ষ দেখেছিলেন এবং নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সেই স্বপ্ন আজও অপূর্ণ। তিনি চেয়েছিলেন সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য। সমাজে থাকবে না কোনও বৈষম্য। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে কিনে নিতে হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে। যা সাধারণ স্তরের মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব। দেশের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে বৈষম্য। তাই ক্ষুদিরামের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব যুবসমাজকে বহন করতে হবে এবং এই তাগিদ থেকেই ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও প্রত্যেক বছর ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজি, মাষ্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, কনকলতার আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের স্মরণানুষ্ঠান পালন করে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে তাঁদের আদর্শকে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে এগিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা।

প্রখ্যাত কবি রাহত ইন্দরী জীবনাবসান হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.):বিখ্যাত উর্দু কবি রাহত ইন্দরীর জীবনাবসান হয়েছে।মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০।করোনা আক্রান্ত ছিলেন তিনি।মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দরে অরবিন্দ হাসপাতাল চিকিৎসারত অবস্থায় হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর সকলকে জানিয়েছিলেন তিনি নিজেই। নিজের আরোগ্য কামনা জন্য সকল গুণমুগ্ধদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন তিনি। অরবিন্দ হাসপাতালের ডিরেক্টর বিনোদ ভান্ডারী জানিয়েছেন, চিকিৎসা করতে গিয়ে তাঁর শরীরে একাধিক

ছয়ের পাতায়

সংগঠন এবং দলের জন্য যা প্রয়োজন ছিল সেই কাজই করেছি, সাফাই শচীনের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.): সংগঠন এবং দলের জন্য যা প্রয়োজন ছিল সেই কাজই করেছি বলে দাবি করেছেন শচীন পাইলট।রাজনীতিতে বিদ্বেষ এবং নেতিবাচক ভাবনার কোন স্থান নেই।রাজনৈতিক বার্তার আদান-প্রদান সুচারুভাবে হোক।রাজনৈতিক মতানৈক্য ব্যক্তিগত নয়, তা বরাবরই আদর্শগত বলে জানিয়েছেন তিনি। অশোক গেহলট তাকে অপদার্থ বলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শচীন পাইলট জানিয়েছেন, ”আমি আমার পরিবারের কাছ থেকে নীতি ও আদর্শ শিখেছি।বিরোধীদলের মধ্যে আমার যদি কট্টর নিন্দুকও থাকে তবে তাদের উদ্দেশ্যে এমন ধরণের ভাষার প্রয়োগ করতাম না। অশোক গেহলট আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।কোনদিনই ব্যক্তিগত পর্যায় তার সঙ্গে আমার বিরোধ বাঁধেনি।মতানৈক্য হয়েছে কার্যপদ্ধতি নিয়ে।” রাজস্থানে কংগ্রেসের বিস্তারের জন্য শচীন পাইলট যে বরাবর সচেষ্ট ছিল সেই দিকে ইঙ্গিত করে তিনি জানিয়েছেন, ” রাজস্থানে কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা যখন ২১ ছিল।তখন রাহুল গান্ধী আমাকে কংগ্রেসকে রাজস্থানে শক্তিশালী করার জন্য যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন।সেই দায়িত্ব আমি সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছি। বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশোরও বেশি।দলীয় সদস্যরা যাতে যোগ্য মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমার কর্তব্য।কার্যকর্তারা যে কাজ দেড় বছরে চেয়েছিল সেই কাজ রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার করে দেখাতে পারেনি।তাই সঠিক পথে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।সেই লক্ষ্যেই রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সমস্ত অভাব-অভিযোগ তাকে জানানো হয়েছে।”

রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে হুমকি সংবলিত ভিডিও, বাজারিছড়া থানায় এজাহার হিন্দু সংগঠনের

বাজারিছড়া (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যায় মন্দিরের শীলান্যাস ও ভূমিপুজনের দিন (৫ আগস্ট) দেশ বিদেশের হিন্দু তথা রামভক্তরা আবেগিক হয়ে উঠেন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্থানে স্থানে বের হয় সুসজ্জিত মিছিল, নাগরিকরা নিজের বাড়ি ও মন্দিরে মন্দিরে অকাল দীপাবলির উৎসব পালন করেছেন। এমতাবস্থায় কতিপয় দুষ্কৃতী হিন্দুদের এই ভাবাবেগে আঘাত করতে অশ্লীল কুরুচিকর মন্তব্য সংবলিত ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রচার করে। এ ধরনের এক ভিডিও ভাইরাল হলে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার হিন্দু সংগঠনের কর্মকর্তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। আজ এ বিষয়ে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার হাতিখিরা, সলগই, লোয়াইরপোয়া ও বাজারিছড়ার হিন্দু সংগঠনের বিভিন্ন পদাধিকারী পৃথক পৃথক ভাবে বাজারিছড়া থানায় জনৈক আহাদ লস্কর নামের এক ফেসবুক ইউজারের বিরুদ্ধে লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন। হিন্দু সংগঠনের পদাধাকারীদের বক্তব্য, আহাদ আদালতের রায়কে চ্যাদলেঞ্জ জানিয়ে দেশের অখণ্ডতা ও সংবিধানকে পদদলিত করেছে। সে হিন্দু ও মুসলমান, দুউ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ ঢেলে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে। এমন-কি দেশের হিন্দুদেরকেও সে দেখে নেওয়ার চরম হুমকি দিয়েছে। এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে তাকে পেছন থেকে কোনও অপশক্তি মদত যোগাচ্ছে বলে অভিযোগকারীদের ধারণা। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্য।বস্থা গ্রহণের জন্যা পুলিশের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয় হিন্দু সংগঠনের কর্মকর্তারা। ভূবন সুত্রধর, রঞ্জির কৈরি শংকর কানু, গোপাল দাস, রাধেশ্যাযম রবিদাস সহ অন্যদের স্বাক্ষর সংবলিত প্রদত্ত এজাহারের প্রতিলিপি করিমগঞ্জের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যেও পাঠানো হয়েছে।

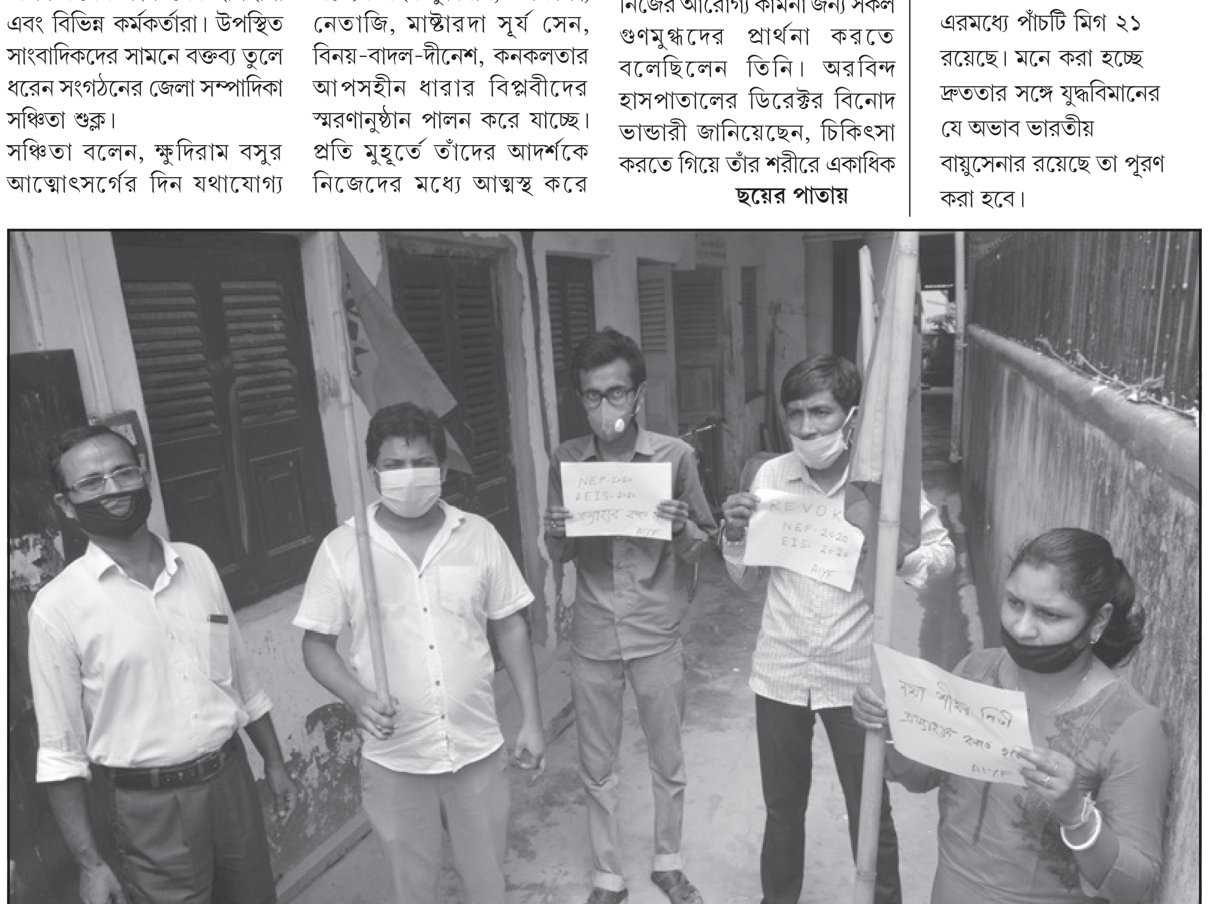

জাতীয় শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে সিপিএম কর্মকর্তারা মঙ্গলবার আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের কাজিডহরে পাঁচমাসের দেবশিশু খুনিদের ফাঁসি দাবি, অবস্থান করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা ক্ষেত্রের কাজিডহরে পাঁচ মাসের শিশু ধ্রুবজ্যোতি নাথের হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবার ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটির কর্মকর্তারা এলআইসি অফিসের বিপরীতে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্যোগে কাছাড় জেলার সোনাই থানার অন্তর্গত কাজিডহরের বাসিন্দা দেবজ্যোতি নাথ এবং লাভলি নাথের পাঁচ মাসের সন্তান ধ্রুবজ্যোতিকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করার লোমহর্ষক ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করা হয় আজ।

সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা সঞ্চিতা শুক্ল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নৃশংস এবং হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিভাবক তথা কিশোর-কিশোরীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। সংগঠনের কর্মীরা হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড, ফেস্টুন নিয়ে কাছাড় জেলার পাঁচমাসের শিশুর নৃশংস হত্যাকারীদের অতি শিগগির ফাঁসি দেওয়া, শিশু হত্যা ও অপহরণ বন্ধ করা, কিশোর-কিশোরীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি স্লোগান তুলে বিক্ষোভস্থল উত্তাল করে তুলেন।

উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের ফাস্টটর্যাক আদালতে বিচার করে অতি শীঘ্র ফাঁসি দেওয়ার দাবি উত্থাপন করা হয়।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

জন্মদিনে কোয়ারেন্টিনে ‘দেসপারাদো’ তারকা

বেচারা আন্তোনিও বান্দারেজ! নিজের ষাটতম জন্মদিনে একটা দুঃখের সংবাদ শোনালেন ভক্তদের। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সেই খবর তাঁর হাতে এসেছে জন্মদিনেই!টুইটারে শৈশবের একটি সাদা—কালো ছবি পোস্ট করে ভক্তদের সেই দুঃখের খবর জানিয়েছেন ‘দেসপারাদো’, ‘পেইন অ্যান্ড গ্লোরি’র মতো সব ছবির খ্যাতিমান স্প্যানিশ অভিনেতা আন্তোনিও বান্দারেজ।

১০ আগস্ট তিনি টুইটারে লেখেন, ‘আপনাদের একটা খবর দিতে চাই। ১০ আগস্ট হোম কোয়ারেন্টিনে আমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, করোনার পরীক্ষায় আমার পজিটিভ ফল এসেছে।’ তিনি আরও লেখেন, ‘আমি আরও বলতে চাই, আমি আসলে সুস্থই আছি। কেবল একটু দুর্বল লাগছে। আমি আশাবাদী, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে শিগগির সেরে উঠব।’ ঘরবন্দী হয়েছেন বটে, কিন্তু বরেণ্য এই অভিনেতা নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না। ঝলমলে অভিনয়জীবনে অবসর তিনি খুব কমই পেয়েছেন। এবারে করোনা যে অবসর এনে দিল, তা সার্থকভাবে কাজে লাগাবেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ‘এটা আমার কাছে একটা বড় সুযোগ। আইসোলেশনের এই সময়ে পড়ব, লিখব, বিশ্রাম নেব। পরিকল্পনা করেছি, কী করে ৬০তম জন্মদিনকে অর্থবহ করা যায়। সবার জন্য উষ্ণ আদর রইল।’আন্তোনিও বান্দারেজ ছাড়া আরও অনেক হলিউড তারকাই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

সেই তালিকায় সস্ত্রীক আছেন টম হ্যাঙ্কস। অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে।

শাহরুখের অফিস এখন আইসিইউ

শাহরুখ খান একই সঙ্গে অভিনেতা, প্রযোজক ও উদ্যোক্তা। নিজের অর্থ ও খ্যাতি নিয়ে আগেও বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। করোনা মহামারির শুরুর দিকে নিজের একটি অফিসকে আইসোলেশন সেন্টারে পরিণত করেছিলেন। বিএমসি ও হাসপাতালের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত সেখানে ভর্তি হয়েছেন করোনায় আক্রান্ত ৬৬ জন। এর ভেতর ৫৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে সেখানে আর কাউকে আইসোলেশনে রাখা হবে না। শাহরুখের এ অফিস এখন থেকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ইতিমধ্যে আইসিইউয়ের সেবা দেওয়ার জন্য ১৫টি বিশেষ বিছানাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুম্বাইয়ের খারের হিন্দুজা হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক অবিনাশ এর তত্ত্বাবধান করছেন। ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা বিএমসি ও শাহরুখ খানের মির ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সবকিছু করছি। ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন লাইন, হাই ফ্লো নাজাল অক্সিজেন মেশিন, লিকুইড অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাংকসবকিছুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অপারেশন থিয়েটারও বানানো হবে।’

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ভক্তরা বড় পর্দায় তাঁদের প্রিয় তারকা শাহরুখের দেখা পাচ্ছেন না। রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় শাহরুখের ছবির শুটিং পিছিয়ে গেছে। এখন শোনা যাচ্ছে, যশ রাজ ফিল্মসের ‘পাঠান’ ছবি দিয়ে ফিরবেন বলিউডের এই বাদশা। ছবির নাম শাহরুখের চরিত্র অনুযায়ী রাখা হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। গত বছর এই পরিচালক হৃতিক রোশন ও টাইগার শ্রফকে নিয়ে ২০১৯ সালের সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী ছবি ‘ওয়ার’ উপহার দিয়েছেন। ‘পাঠান’ ছবির চিত্রনাট্যের কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এমনকি কিং খান ছবিসংক্রান্ত সব কাগজপত্রে সই করে ফেলেছেন। যশ রাজের সঙ্গে বসে শাহরুখ এখন শুটিংয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করছেন।

‘পাঠান’ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে আরও একবার পর্দায় আসছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

আগামী মাসে যশ রাজ ফিল্মসের ৫০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ শুভক্ষণে আদিত্য চোপড়া শাহরুখের সঙ্গে নতুন ছবির ঘোষণা দিতে পারেন। ছবিটি মুক্তির দিনও নাকি তিনি ঘোষণা করবেন। শোনা যাচ্ছে, ২০২১ সালের ২ অক্টোবর ‘পাঠান’ মুক্তি পাবে।

সদলবল ভারত ছাড়লেন আমির

আরও অপেক্ষায় রাখতে চলেছেন আমির খান। তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘লাল সিং চাড্ডা’ মুক্তি পাবে এক বছর দেরিতে। আমিরের ছবিটি এ বছর ক্রিসমাসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে ছবিটি পিছিয়ে ২০২১ সালে বড়দিনে বড় পর্দায় মুক্তি দেওয়া হবে। ‘লাল সিং চাড্ডা’র শুটিং শেষ করতে দেশ ছাড়লেন আমির। ছবির শুটিংয়ের জন্য তিনি এই মুহূর্তে তুরস্কে আছেন। এর আগে ‘বেল বটম’ ছবির শুটিংয়ের জন্য লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার।আমির খান অভিনীত এ ছবি হলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবি, টম হ্যাঙ্কস অভিনীত অস্কারজয়ী ‘ফরেস্ট গাম্প’-এর হিন্দি রিমেক। কলকাতা, দিল্লি, রাজস্থান, অমৃতসর ও চণ্ডীগড়ে ইতিমধ্যে ‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবির কিছু অংশের শুটিং হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু করোনার কারণে মাঝপথে ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। ছবির ৪০ শতাংশ শুটিং এখনো বাকি আছে। তাই এবার বাকি অংশের শুটিং শেষ করতে আমির সদলবল তুরস্কে পৌঁছে গেছেন। তুরস্কের পর তিনি পাড়ি জমাবেন জর্জিয়াতে।

‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবির এই পর্যায়ের শুটিং হওয়ার কথা ছিল লাদাখে। কিন্তু ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনার কারণে এখানে এখন শুটিং করা সম্ভব নয়। তাই নির্মাতারা লাদাখে শুটিংয়ের পরিকল্পনা বাতিল করেন। আর তাঁরা ছবির অবশিষ্ট অংশের শুটিংয়ের জন্য তুরস্ককে বেছে নেন। আমির খান ছাড়া এ ছবিতে কারিনা কাপুর খান, মোনা সিং আর দক্ষিণের সুপারস্টার বিজয় সেতুপতি আছেন। ‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবিটি পরিচালনা করছেন আদভাইত চন্দন।

নতুন আলু, শিমের বিচি ক্যাটরিনার প্রিয় খাবার

বলিউডের সবচেয়ে ফিট তারকাদের একজনই ক্যাটরিনা কাইফ। তবে অন্যান্য ফিট তারকার মতোই ক্যাটরিনার দাবি, তিনি খেতে খুবই ভালোবাসেন। খাবারই ক্যাটরিনাকে সবচেয়ে খুশি রাখে। মজাদার খাবার খাওয়াই ‘ক্যাটে’র দিনের সবচেয়ে আনন্দময় সময়। ক্যাটরিনা দুপুরে কী খেতে ভালোবাসেন? উত্তরে ‘রাজনীতি’, ‘ধুম থ্রি’, ‘এক থা টাইগার’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’, ‘ভারত’খ্যাত এই তারকার সাফ জবাব, ‘খাওয়া আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর একটি। একটা ভালো ডিশ আমাকে যতটা খুশি রাখে, আর কোনো কিছু আমাকে ততটা খুশি দিতে পারে না। দুপুরের জন্য আমার প্রিয় খাবার সেদ্ধ মাছ, গ্রিল করা সবজি আর সালাদ। আমি যখনই মেহবুব স্টুডিওতে শুটিং করতে যাই, মেরিল্যান্ড চায়না বা তাজ ল্যান্ড’স অ্যান্ড থেকে এই খাবার আনাই। ওরা এটা খুব ভালো বানায়।’

যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা ক্যাটরিনা ব্রিটিশ খাবার খুবই ভালোবাসেন। ভারতের মুম্বাইয়ে ক্যারিয়ার গড়তে আসার পর ক্যাটরিনার সবচেয়ে বড় সংকট ছিল খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া আর ঠিকঠাক স্বাদের ইংলিশ খাবার খুঁজে খুঁজে বের করা। ভারতীয় সংস্কৃতির তারকা হতে চাওয়া ক্যাটরিনার হিন্দি ভাষার মতোই ভারতীয় খাবারকে আপন করে নিতে সময় লেগেছে। ক্যাটরিনা বলেন, ‘এখনো আমার সকালের নাশতার টেবিলে ‘‘ইংলিশ ব্রেকফাস্ট’’ শোভা পায়। ডিম, সসেজ ও সেদ্ধ শিমের বিচি। এটাও আমার প্রিয় খাবার। ইয়র্কশায়ার পুডিংও আমাকে খুশি করে। আর আমার আরেকটি দারুণ প্রিয় খাবার হলো ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি বড়া, পোড়ানো নতুন আলু আর সালাদ।’ লকডাউনে দুর্দান্ত সময় কাটছে ক্যাটরিনার। নিজের ব্যবসা, সাইকেল চালানো, গিটার বাজানো, রান্না, থালাবাটি মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, অনলাইনে আড্ডা দেওয়াকিছুই বাদ নেই। এর মধ্যে কথিত প্রেমিক ভিকি কৌশলও রোববার ক্যাটরিনার বাড়িতে এসে দেখা করে গেছেন। ক্যাটরিনাকে এবার দেখা যাবে রোহিত শেঠি পরিচালিত ‘সূর্যবংশী’ সিনেমায় অক্ষয় কুমারের বিপরীতে।

মাইলির নতুন গান, পুরোনো প্রেমকাব্য

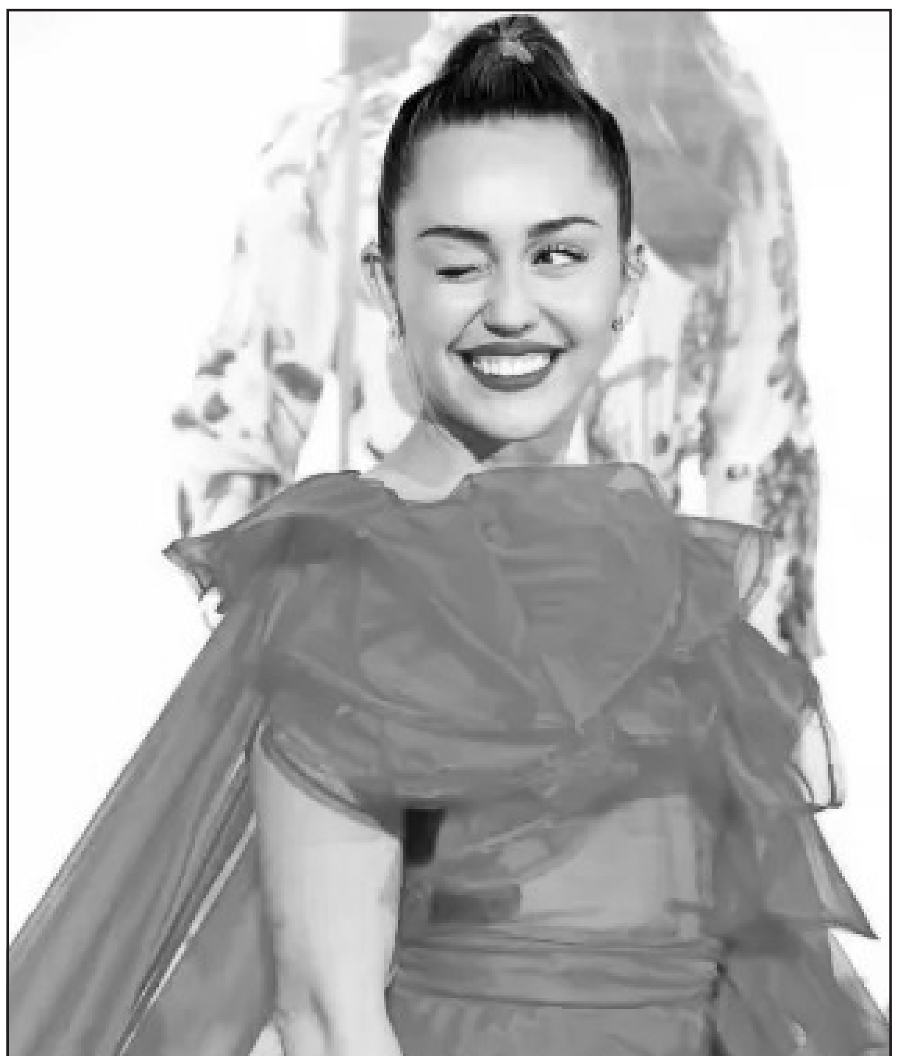

মার্কিন সংগীতশিল্পী, গীতিকার, রেকর্ড প্রযোজক ও অভিনয়শিল্পী মাইলি সাইরাসের নতুন গান ‘মিডনাইট স্কাই’ মুক্তি পাবে ১৪ আগস্ট। লকডাউনের দিনে নতুন গানের ঘোষণা দিয়ে ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও ফেসবুকে মাইলি লিখেছেন, ‘নতুন গান মুক্তির অপেক্ষা সব সময়ই দীর্ঘ। অবশেষে সেই সময় চলেই এল।’ বান্ধবী, আরেক সংগীততারকা ডুয়া লিপাকে ইতিমধ্যে গানটি যে শুনিয়েছেন, সেটিও জানাতে ভুললেন না। লিখেছেন, ‘ডুয়া যা শুনেছে, আপনি তা শোনেননি।’মাইলি যতবার সংগীত নিয়ে আলোচনায় এনেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশিবার এসেছেন ব্যক্তিজীবন নিয়ে। বয়স সবে ২৭, সেই তুলনায় মাইলির প্রেমিকের সংখ্যা বেশ দীর্ঘ। মাত্র ১৪ বছরে মাইলি আলোচনায় এসেছিলেন সবমবয়সী আরেক মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাসের (প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বর্তমান জীবনসঙ্গী) সঙ্গে প্রেম করে। ২০০৬ সালের সেই প্রেম শেষ হলো ২০০৭—এ। এরপর তিনি ৯ মাস প্রেম করেছেন মডেল জাস্টিন গাস্টনের সঙ্গে। এরপর ‘দ্য লাস্ট সং’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় সহকর্মী লিয়াম হেমসওর্থের সঙ্গে প্রেম শুরু করেন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া সেই প্রেম ২০০৯ সালেই ভেঙে যায়। সেই সময় লুকাস টিল ও জোস বোম্যানের সঙ্গে মাইলির সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। ২০১১ সাল পর্যন্ত মাইলি নিয়মিত গানের সংবাদের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ক্রমাগত আলোচনায় থেকেছেন।

এরপর ২০১২ সালে হুট করেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ভেসে ওঠে মাইলি সাইরাস ও লিয়াম হেমসওর্থের বাগদানের খবর আর ছবি। কিন্তু সেই বাগদান বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর আগেই ২০১৩ সালে ভেঙে যায়। এরপর মাইলি কিছুদিন প্রযোজক মাইক উইল মেক-ইটের সঙ্গে প্রেম করেন। পরের বছর অভিনেতা প্যাটরিক শোয়ার্জেনেগারের সঙ্গে প্রেম করেন। ২০১৫ সালে মডেল স্টেলা ম্যাক্সোয়েল ও ২০১৬ সালে কমেডিয়ান ডেন কুকের সঙ্গেও নাম জুড়েছে মাইলির। ২০১৯ সালে তিনি প্রেম করেন ব্লগার কেটলিন কার্টারের সঙ্গে।এর মধ্যে আবার ২০১৬ সালে মাইলি আর লিয়ামের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগে। আবার তৃতীয় দফায় লিয়ামের সঙ্গে কিছুদিন ‘অন অ্যান্ড অফ’ সম্পর্কের পর ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে মাইলি সাইরাস ও লিয়াম হেমসওর্থ বিয়ে করেন। ২০১৯ সালের আগস্টে তাঁরা আলাদা হন। আর ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হন। মাইলি এখন অস্ট্রেলীয় সংগীতশিল্পী কডি সিম্পটনের সঙ্গে প্রেম করছেন।

মঙ্গলবার আগরতলা বিজেপি সদর কার্যালয়ে সভাপতি ডা. মানিক সাহার পৌরহিত্যে এক সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পানিমুরে অবৈধ পাথর খনন রুখতে সিইএম-এর দ্বারস্থ ডিমা হাসাওয়ের পাঁচটি অরাজনৈতিক সংগঠন

হাফলং (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : জেলা কংগ্রেসের পর উমরাংসো পানিমুর জলপ্রপাতে অবৈধ পাথর খনন নিয়ে এবার সরব হয়ে উঠেছে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা মাদারসঅ্যাসোয়িশেনও। পানিমুর জলপ্রপাতে অবৈধ পাথর খনন বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার দ্বারস্থ হয়েছে অরাজনৈতিক এই তিনটি সংগঠন। পানিমুর জলপ্রপাতে অবৈধ পাথর খনন বন্ধ করার দাবিতে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমা মাদারসঅ্যাসোসিয়েশন সহ মোট পাঁচটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা সিইএম দেবোলাল গারলোসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন। ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল পানিমুর গিয়ে অবৈধ পাথর খননের বিষয়টি সচক্ষে দেখে এসেছে।

প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, পানিমুর হচ্ছে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর একটি তীর্থ ক্ষেত্র। তাই অবিলম্বে পানিমুরে অবৈধ পাথর খনন বন্ধ করে এই সব অবৈধ খননে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সিইএম দেবোলাল গারলোসার কাছে। এমন-কি জাটিঙ্গা ও মাহুর নদী থেকেও অবৈধ ভাবে যে পাথর উত্তোলন হচ্ছে, সে বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ঠিকাদার বা ব্যবসায়ীরা যাতে নিজের খেয়ালখুশি মতো অবৈধ খনন করতে না পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়েছে। সেংইয়ং বলেন, সিইএম দেবোলাল গারলোসা তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, পানিমুরে অবৈধ খনন বন্ধ করতে শীঘ্রই তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথের আশা, ডিমা হাসাও জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে এবং পানিমুরে অবৈধ পাথর খনন রুখতে সরকার নিশ্চয় ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে।

করোনা টেস্টের গতি বাড়াতে কাছাড়ে আরএটি-এর জন্য আরও ২০টি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র মনোনীত

শিলচর (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : অতিমারি করোনা টেস্টের গতি বাড়াতে কাছাড় জেলায় রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের (আরএটি) জন্য আরও ২০টি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র মনোনীত করেছে জেলা প্রশাসন। করোনা ভাইরাসের গণসংক্রমণে লাগাম টানতে জেলা প্রশাসন এই উদ্যোগ নিয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিচালিত এই রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কর্মসূচি সফল করতে প্রত্যেক জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন।

রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের জন্য মনোনীত বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো হচ্ছে ইটখলার মেডিল্যান্ড হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, মেহেরপুরের গ্রিন হিলস হসপিটাল, মেহেরপুরের মেডিনোভা ডায়াগনস্টিক হসপিটাল, মেহেরপুরের ভ্যালি হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, আলিপুরের ভারোজ মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হসপিটাল, ইটখলা পয়েন্টের মৌসুমী হসপিটাল, ক্লাব রোডের ইলোরা নার্সিং হোম, এসএমসি রোডের এসএস পলি ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম, মেহেরপুরের সাউথ সিটি হসপিটাল, তুলাপট্টির কেসি হসপিটাল অ্যান্ড ক্লিনিক, পার্ক রোডের রেডক্রস হসপিটাল, মেহেরপুরের গ্রেসওয়েল হসপিটাল, বিদ্যাসাগর সরণির সুদীপ্তা নার্সিং হোম, লাইফ লাইন হসপিটাল, এসএমসি রোডের আরই নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মেহেরপুরের নাইটেঙ্গল হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্স সেন্টার, শ্রীকোণার সুন্দরীমোহন সেবা সদন, পয়লাপুলের ইমানুল হসপিটাল, পার্করোডের শিবসুন্দরী নারী শিক্ষাশ্রম এবং মেহেরপুরের জীবনজ্যোতি হেলথ কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার।

স্বাস্থ্যা দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সাত্তায়ন (আইএএস) এক চিঠিতে উল্লিখিত কুড়িটি বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে জেলা ড্রাগ ওয়ারহাউস থেকে অতি শিগগির আরএটি কিট সংগ্রহ করতে বলেছেন। আরএটি কিট সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে অবিলম্বে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কর্মসূচি শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন।

অসমে অপ্রতিরোধ্য করোনা, নতুন ২৯০০ সহ পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে ৬১৭৩৭, মৃত্যু ১৫১ জনের

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : কোনও অবস্থাতেই করোনাকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না। গতকাল মধ্যরাত পর্যন্ত অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নতুন ২,৯০০ জন। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় সংক্রমিতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১,৭৩৭। সোমবার রাতে তাঁর অফিশিয়াল টুইট আপডেটে এই পরিসংখ্যান দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি দুঃখের সঙ্গে এ-ও জানান, একদিনে আরও ছয় করোনা সংক্রমিতের মৃত্যু হয়েছে। নতুনদের নিয়ে অসমে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫১ জন হয়েছে। তবে এর মধ্যে গতকাল একদিনে ১,২৬১ জন আরোগ্য লাভ করেছেন। ফলে তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন মোট ৪৩,৫৮৬ জন। এখনও সক্রিয় রোগী ১৭,৯৯৭ জনের চিকিৎসা চলছে বিভিন্ন হাসপাতালে।

মন্ত্রী জানান, নতুন পজিটিভদের

ছয়ের পাতায়

হোম আইসোলেশনের নিয়মভঙ্গকারীদের শো কজ চিঠি দিচ্ছে পুরসভা

কলকাতা, ১১আগস্ট(হি. স.): হোম আইসোলেশনে থাকা সংক্রমিত ব্যক্তিরাই পরোক্ষভাবে এলাকায় সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন। এই প্রমাণ আগেই পেয়েছিল পুরসভা। এবার তাই হোম আইসোলেশনের নিয়মভঙ্গকারী করোনা রোগীর বাড়িতে কার্যত শোকজ চিঠি পাঠাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। সম্প্রতি এক বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভার কোভিদ মোকাবিলা কমিটি। পাশাপাশি প্রতিটি রোগীর বাড়িতে ফোনে নজরদারি চালাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক 'ট্রেকিং সেল'।

পুরসভার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে অধিকাংশ বহুতল গুলি থেকেই সংক্রমিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরসভা দেখেছে শহর কলকাতার পাকা বাড়ি ও বহুতলে আইসোলেশনে থাকা রোগীদের অন্তত ৫০ শতাংশ আইসিএমআর গাইড লাইনের শর্ত মানছেন না। সংক্রমিত ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাজার দোকান করছে এই প্রমাণ পুরসভার হাতে আগেই এসেছে। এরপরেই এলাকাগুলিতে সংক্রমণ কমাতে পরোক্ষে করোনা সংক্রমণের দায়ে অভিযুক্ত রোগীর হোম আইসোলেশনে থাকার বৈধতাও সোমবার বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভার কোভিট মোকাবিলা কমিটি।

বেশ কিছুদিন আগে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন এবার থেকে হোম আইসোলেশন এ থাকতে গেলে তিনটি পর্যায়ে মুচলেকা দিতে হবে রোগীর পরিবারকে। ওই মুচলেকা গুলিতে জানাতে হবে প্রথমত, একটি আন্ডারটেকিং বা মুচলেকা দিয়ে জানাতে যে তিনি বাড়িতেই সম্পূর্ণরূপে নজরবন্দি থাকবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি অসুস্থ হলে কোন চিকিৎসক তার চিকিৎসা করবেন সে বিষয়ে একটি শংসাপত্র জমা দিতে হবে। তৃতীয়ত, বাড়িতে কে তার দেখাশোনা করবেন সেই সম্পর্কিত আরেকটি শংসাপত্র করোনা আক্রান্ত রোগীকে জমা দিতে হবে। এই তিনটি শংসাপত্র যদি জমা না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে করোনা আক্রান্তের হোম আইসোলেশন থাকা সম্পূর্ণ বেআইনি হিসেবেই ধরা হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় হোম আইসোলেশনে থাকা ৫০ শতাংশই ঘরে থেকে চিকিৎসার জন আইসিএমআর-এর শর্ত

ছয়ের পাতায়

রাজস্থান প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব সিব্বল

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.): রাজস্থানে কংগ্রেস সরকারের ওপর যে অনিশ্চয়তার মেঘ তৈরি হয়েছিল, তা এখন নির্মূল হয়ে গিয়েছে।সোমবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন শচীন পাইলট। এরপরই আশঙ্কার মেঘ নির্মূল হয়ে গিয়েছে।স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বহু বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা।

রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপির রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সফল হয়েছে কংগ্রেস।এই প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় কপিল সিব্বল লিখেছেন, ১৪ আগস্ট এর জন্য কাউন্টডাউন শুরু হতেই বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরা ঘরে ফিরতে শুরু করে। ধৈর্যের লড়াইয়ে জিতে গিয়েছেন অশোক গেহলট। ধাক্কা খেয়েছে ভাঙা-গড়ার খেলায় নেমেছে বিজেপি। সুবিধাবাদীদের ভবিষ্যৎ চিরকালই অনিশ্চিত থেকে যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা, দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠক করেন শচীন পাইলট।শচীন পাইলট এর বিভিন্ন সমস্যা দূর করার জন্য এবং তার করা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গঠন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।দলে ফিরে আসা শচীন পাইলটকে কি পদে বসানো যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে কংগ্রেস।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭০৩ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১০১,৭৫২

রিও ডি জেনেইরো, ১১ আগস্ট (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে বেসামাল হয়ে পড়ছে ব্রাজিল। দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বাড়তে বাড়তে স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১০১,৭৫২-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০৫৭,৪৭০ জন।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭০৩ জনের, ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১০১,৭৫২ জনের। নতুন করে ২২,০৪৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,০৫৭, ৪৭০-তে পৌঁছেছে।

জনপ্রতিনিধিদের বিতর্কের মান উন্নত করতে বললেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে সংসদ এবং বিধানসভাগুলিতে বিতর্কের গুণগতমান উন্নত করে অধিক মাত্রায় প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী করে তুলতে হবে বলে জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ভারতের মতন বৃহত্তম গণতন্ত্রে উপরাষ্ট্রপতি পদে তিন বছর অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি বই লিখেছেন এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। সেই বইয়ের প্রকাশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ”যে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখলে আমি প্রশংসা করি।আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে সংসদ এবং বিধানসভা গুলিতে বিতর্কের মান উন্নত করতে হবে।ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে অধিক জীবন্ত এবং মজবুত করতে হবে।রাজ্যসভায় ইতিবাচক কাজকর্ম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮.৪২ শতাংশে।বিগত তিন বছরে ৬০ শতাংশ বকেয়া বিল মঞ্জুর হয়েছে। বিভিন্ন কমিটির বৈঠক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। ” ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বলতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ”মহাত্মা গান্ধী সহ অন্যান্য নেতারা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

উপরাষ্ট্রপতির লেখা ”কানেক্টিং, কমিউনিকেটিং, চেঞ্জিং” বইটির ই ভার্সনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

মূল বইটি উন্মোচন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। উপরাষ্ট্রপতির প্রশংসা করে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ”রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন তিনি। ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সদা তৎপর থেকেছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭০৫ জনের, মেক্সিকোতে মৃত বেড়ে ৫৩,০০৩

মেক্সিকো সিটি, ১১ আগস্ট (হি.স.): মেক্সিকোতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে সোমবার রাত পর্যন্ত মেক্সিকোতে করোনা কেড়ে নিল ৫৩,০০৩ জন মানুষের প্রাণ। মেক্সিকোতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা, যথাক্রমে-৫,৫৫৮ এবং ৭০৫।মেক্সিকো স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সারা দিনে মেক্সিকোতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৫৫৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭০৫ জনের।

মঙ্গলবার এসএফআই'র উদ্যোগে আগরতলায় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জম্মু-কাশ্মীরের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সচল হবে ফোর জি ইন্টারনেট পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : জম্মু-কাশ্মীরের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে ফোর জি ইন্টারনেট পরিষেবা সচল করা হবে বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানালো কেন্দ্রীয় সরকার।প্রথমে ট্রায়াল হিসেবে এই ফোর জি পরিষেবা সচল করা হবে।আগামী দুই মাস ধরে এর সমীক্ষা করা হবে। মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টকে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেনুগোপাল জানিয়েছেন, রিভিউ কমিটির ১০ আগস্টের বৈঠকে জানা গিয়েছে যে জম্মু-কাশ্মীরে এখনো কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে ইন্টারনেট সচল করার অনুকূল পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। ১৫ আগস্ট এর পর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের কেবলমাত্র দুটি জায়গায় পরীক্ষামূলক ভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বহাল করা হবে।পাকিস্তান লাগোয়া সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এই জায়গাগুলো কিছুটা দূরে হবে এবং জঙ্গি কার্যকলাপ কম রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হবে।

৭ আগস্ট সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন, একদিন আগেই কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরের নতুন রাজ্যপাল। ফলে এই মামলায় জবাব দিতে তার সময় লাগবে। তখন তুষার মেহতার কাছে আদালত জানতে চান যে উপত্যকায় কয়েকটি অঞ্চলে কি ফোর জি ইন্টারনেট পরিষেবা সচল করা যেতে পারে। তুষার মেহেতা তখন আদালতকে বলেন নতুন উপ-রাজ্যপাল দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে, ফলে আলোচনার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৫ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,১১২ জনের, সংক্রমিত ২,৮৫,১৯১

ইসলামাবাদ, ১১ আগস্ট (হি.স.): আক্রান্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে, তবে সংক্রমণ ও মৃত্যুতে কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৫ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩১ জন। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৯১-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৪,৫৮৬ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,৪১,২৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৪,৭৫৫, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,২৮১, বালোচিস্তানে ১১,৯২১, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,৩৭১, আজাদ কাশ্মীরে ২,১৫০।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,১১২ জনের। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৭,৮৩৩ এবং সুস্থ হয়েছেন ২৬১,২৪৬ জন।

মঙ্গলবার আগরতলায় কৃষ্ণ মন্দির কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

উত্তর প্রদেশে খুন বিজেপি নেতা, তদন্ত-রিপোর্ট চাইলেন যোগী

লখনউ, ১১ আগস্ট (হি.স.): সাতসকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বাড়ির কাছেই খুন হলেন উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেতা সঞ্জয় খোখর। মঙ্গলবার সকালে আখ খেতের ধারে মাঠ থেকে গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয় ওই বিজেপি নেতার। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বাঘপত জেলার বিজেপি সভাপতি ছিলেন খোখর। বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

পুলিশ সূত্রের খবর, প্রতি দিনের মতো এ দিনও সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন ওই বিজেপি নেতা। বাড়ির কাছেই একটি মাঠে হাঁটছিলেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠের পাশেই আখ খেতের ধারে খোখরের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ওই সময় মাঠে আর কেউ হাঁটতে গিয়েছিলেন কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসাররা। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা মনে করছেন, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই খুন। বাঘপতের পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার বলেন, "খুনিদের যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বার করা হবে। তবে এই ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ এখনও মেলেনি। অপরাধীদের গ্রেফতার করতে জোর কদমে তল্লাশি শুরু হয়েছে।"

করোনা সংক্রমণ এড়াতে পোর্ট ডিভিশন এড়িয়া জীবাণুমুক্ত কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বানাচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে কোণঠাসা শহরবাসী। তবে এই আতঙ্কের মাঝে নিজেদের কাজে অবিচল কলকাতা পুলিশ। ভয় না পেয়ে ক্রমাগত শহরবাসীকে সচেতন করে চলেছে পুলিশ। তাই মঙ্গলবার সংক্রমণ এড়াতে পোর্ট ডিভিশন এড়িয়া গুলি জীবাণুমুক্ত করা হল।
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়েছে বহু পুলিশকর্মী। বর্তমানে অনেক পুলিশকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত। আবার অনেক পুলিশকর্মী করোনা মুক্ত হয়ে কাজে যোগ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তবুও করোনাকে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে নিজেদের কাজে অবিচল কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে এদিন পোর্ট ডিভিশন এড়িয়া জীবাণুমুক্ত করা হল।

বকেয়া অর্থ এবং করোনার সরঞ্জাম দিতে মোদীকে আর্জি মমতার

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরও কিছু নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং করোনা-অধ্যুষিত আরও ৯ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন। তাতে মমতা হাই ফ্লো নাজাল ক্যানাল এবং ভেন্টিলেটর চেয়েছেন। কোন ভ্যাক্সিন কেনা উচিত এবং কীভাবে সেগুলো পাওয়া সম্ভব, তা নিয়েও কেন্দ্রের মতামত চান মমতা।
করোনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে ১ কোটি সেল্ফ হেল্প গ্রুপ করা হয়েছে বলে দাবি করেন মমতা। এসআরবিএম-এর সীমা ৩ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ করেছে কেন্দ্র। এই বাড়তি ২ শতাংশের মধ্যে আধ শতাংশ শর্তমুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, এক বছরের জন্য আরও দেড় শতাংশ শর্তমুক্ত করে দেওয়ার জন্য। এই সঙ্গে কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া ৫৩ হাজার কোটি টাকা এবং জিএসটি-বাবদ ৪,১৩৫ কোটি টাকা এই রাজ্যকে মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধও করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা অতিমারী পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। লোকের আতঙ্কের কারণ নেই। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি হাসপাতালের যে অংশের দায়িত্ব রাজ্য নিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স-সহ তার পরিষেবা বা চিকিৎসার খরচ রাজ্যই দিচ্ছে। সাড়ে সাত কোটি লোককে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি বাসিন্দাকে (প্রায় ১০ কোটি) নিখরচায় রেশন দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হোম আইসোলেশনের জন্য শতাধিক সেফ হোমে রাখা হয়েছে প্রায় সাত হাজার শয্যা। ৯৬ জন চিকিৎসক নির্দিষ্ট টোল ফ্রি নম্বরের মাধ্যমে দিবারাত্রি টেলিমেডিসিনের পরিষেবা দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর-উত্তীর্ণদেরও এই পরিষেবায় লাগানো হচ্ছে।

জীবনাবসান হয়েছে

তিনের পাতার পর
রোগের কথা জানতে পারে চিকিৎসকেরা। তাঁর পায়লেটার নিমনিয়া ছিল।ফুসফুসের ৭০ শতাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছি ল। এছাড়াও হাইপারটেনশন, মধুমেহ, হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা ছিল।সম্প্রতি তাঁর শরীরে করোনার সংক্রমণ মেলে।তাঁর হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল। উর্দু কবিতা চর্চা করার পাশাপাশি তিনি বলিউড চলচ্চিত্র এর জন্য গানের কথা লিখেছিলেন। কাজ করেছিলেন মহেশ ভট্টের মতন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সঙ্গেও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

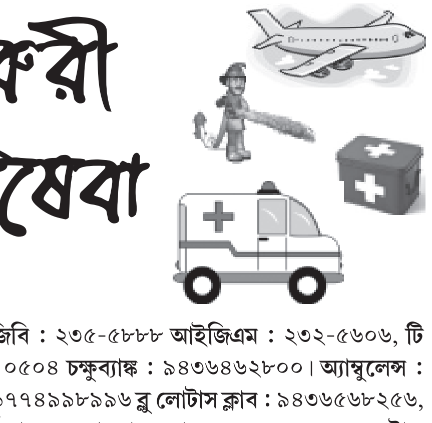

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে ফেসবুক লাইভ, মন্ত্রীর সচিবের ‘রোষে’র মুখে করোনা আক্রান্ত

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : ফেসবুক লাইভে করোনা হাসপাতালের অব্যবস্থার ছবি তুলে ধরায় মন্ত্রীর সচিবের ‘রোষে’র মুখে করোনা আক্রান্ত। জানা গিয়েছে, ফেসবুক লাইভটি ডিলিট করার জন্য ওই যুবতীকে লাগাতার চাপ দেওয়া হয়েছে। এমনকী হাসপাতাল সুপার কেড়ে নিয়েছেন ওই তরুণীর মোবাইল। শাস্তি স্বরূপ দেওয়া হয়নি ওষুধও!
হাওড়ার সালকিয়ার বাসিন্দা ওই যুবতীর পরিবারের ৪ সদস্যই করোনা আক্রান্ত। বাবা হাওড়ার সঞ্জীবনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মা ও ভাইয়ের চিকিৎসা চলছে বাড়িতেই। ৭ দিন আগে টিএল জয়সওয়াল হাসাপাতালে ভরতি করা হয় ওই তরুণীকে। সোমবার সকাল থেকে প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। অভিযোগ, তিনি আর্তনাদ করতে থাকলেও কেউ সহযোগিতার হাত বাড়াননি। কোনও চিকিৎসক বা নার্সের দেখা মেলেনি। এরপর ওইদিন সন্ধেয় অসুস্থ অবস্থায় ফেসবুক লাইভ করেন ওই আক্রান্ত। সেখানেই হাসপাতালের অব্যবস্থার ছবি তুলে ধরেন। এর কিছুক্ষণ পরই রাজ্যের মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লার সচিব হাসপাতালে ফোন করে রোগীর অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেন।
ওই আক্রান্তের অভিযোগ, ফেসবুক লাইভটি করার পর থেকে একাধিকবার ফোনে তাঁকে ‘হুমকি’ দিয়েছেন মন্ত্রীর সচিব। লাইভটি ডিলিট করার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ওই তরুণী। তরুণীর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই করোনা হাসপাতালে রোগীদের যে খাবার দেওয়া হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রবল জলের সমস্যা। এমনকী রোগীদের দিয়েই নার্সরা একে অন্যের প্রেসার মাপান বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শহরে ২৩টিতে নেমে এসেছে সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা

কলকাতা, ১১আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যে করোনা সংক্রমনের শীর্ষে কলকাতা থাকলেও, শহরের কনটেইনমেন্ট জোনের নিম্নমুখী সূচক সাময়িক স্বস্তি দিচ্ছে। কলকাতা পুরসভা ও নবান্নের যৌথ প্রকাশিত তালিকায় এক ধাক্কায় অনেকখানি কমেছে শহরে সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা। ৩৯ থেকে ২৩টিতে নেমে এসেছে সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা।
ওই তালিকায় দেখা গেছে, দক্ষিণ কলকাতার যে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩টি জোন ছিল সেখানে কমে মাত্র পাঁচটিতে চলে এসেছে। তবে উত্তর কলকাতার তিন নম্বর বরোতে নতুন করে সাতটি কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছেন রাজ্য সরকার। ৬৯ ওয়ার্ডে বালিগঞ্জের ২৯বি হাজরা রোড ও ৪ এ রেনি পার্কের দু’টি নামী বহুতল রয়েছে সাম্প্রতিক সংক্রমিত এলাকার তালিকা। পাশাপাশি ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের আলিপুর এলাকায় বর্ধমান রোডের নামী আবাসন কমপ্লেক্সকে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। তবে উত্তরের ৩১, ৩৩, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এখনও করোনার দাপট চলায় ধারাবাহিকভাবে কনটেনমেন্ট জোন থাকায় উদ্বিগ্ন পুরসভা।
কলকাতা পুরসভার সমীক্ষায় বারবার উঠে এসেছে আবাসন গুলি থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর তথ্য। বারবার দেখা গিয়েছে বস্তি এলাকা থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি সংক্রমণ ছড়াচ্ছে আবাসন গুলি। তাই এবার প্রশাসনের নজরে রয়েছে অভিজাত আবাসন গুলি। রাজ্য প্রশাসনের তৈরি করা কনটেইনমেন্ট জনের তালিকা দেখলেই দেখা যাচ্ছে এই তালিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাম রয়েছে আবাসন ও বড় বড় বাড়িগুলির। তাই পুলিশ কড়া নজরদারি চালিয়ে সরকারি নির্দেশিকা ওই এলাকায় যথাযথ পালন করা হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখছে। কলকাতা পুরসভা প্রতি দুদিন অন্তর কনটেইনমেন্ট জনের তালিকা প্রকাশ করে।এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই তৎপর হয় কলকাতা পুরসভা। গার্ড রেল দিয়ে সম্পূর্ণ ঘিরে দেওয়া হয় সংক্রমিত বাড়ি গুলিকে। দিনভর মাইকিংয়ে প্রচার চালায় পুলিশ। পাশাপাশি যে বাড়ি গুলিকে সংক্রমিত আওতাভুক্ত করা হয়েছে সেখানে মানুষজন বাইরে যেতে বেরিয়ে পড়তে না পারে এবং তাদের প্রয়োজনে যাতে স্থানীয় প্রশাসন সর্বদা হাজির থাকতে পারে সে বিষয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

খুলেছে জিম শরীরচর্চা শুরু শ্রাবন্তীর

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ এড়াতে লকডাউন চলাকালীন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জিম। তবে, আনলক থ্রি-তে আনলক জিম। বহু প্রতিক্ষার পর এবার শরীরচর্চায় মাতলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। রাসেল স্ট্রিটে জিমে গিয়ে নিজেকে ফিট” রাখছেন অভিনেত্রী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে জিম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল সরকার। অবশেষে আনলক ফ্রিতে জিম খোলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর তাই নির্দেশ অনুযায়ী অবশেষে খুলল জিম। আর তাই জিমে গিয়ে শুরু এক্সারসাইজ। রাসেল স্ট্রিটে নিজের জিমে পুরনো রুটিনে ব্যস্ত অভিনেতা শ্রাবন্তী। সুরক্ষাবিধি মেনে খোলা হয়েছে জিম। ওই জিম নিয়মিত করা হচ্ছে জীবাণুমুক্ত।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে আহত দশ

ক্যানিং, ১১ আগস্ট (হি. স.) : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিন ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে। ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট দশজন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছরালে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই ঘটনায় মোট পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার রাত থেকেই যুব তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ সর্দারের অনুগামীদের সাথে তৃণমূল নেতা খতিব সর্দারের অনুগামীদের বিবাদ বাধে। মঙ্গলবার সকালে ও দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমা, গুলির লড়াই হয়। ঘটনায় দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। যদিও পুলিশ এলাকায় গুলি চলার ঘটনা অস্বীকার করেছে। দুপক্ষের মধ্যে এই বিবাদের জেরে অন্তত দশজন গুরুতর জখম হয়েছেন। খতিবের দাবি, “এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য মঙ্গলবার সকালে দুই তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধর করে ইন্দ্রজিৎ এর লোকেরা। এই ঘটনায় তৃণমূল কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তাদেকে লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি চালায় যুব তৃণমূলের লোকেরা। তাতেই মোট চারজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন”। পাল্টা ইন্দ্রজিৎ এর দাবি, “এলাকায় দিনের পর দিন দুর্নীতি করছেন খতিব ও তাঁর অনুগামিরা। আমফানের টাকা ও দুর্নীতি করেছেন। সাধারণ মানুষ ক্ষতিপূরণের টাকা পান নি। তাঁরাই প্রতিবাদ করলে এদিন সকালে তাঁদের উপর হামলা চালায় খতিবের লোকেরা। গ্রামের মানুষজন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।” ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা থাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। দুষ্কৃতিদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুরসভা

পাচের পাতার পর
মানছেন না। সঠিক ঠিকানা, চিকিৎসকের নাম ও ‘কেয়ার গিভার’ ফর্ম না দেওয়ায় তাঁদের খুঁজে শনাক্তও করা যাচ্ছে না। এর ফলে সংক্রমিত রা এলাকায় বেরিয়ে পরোক্ষভাবে সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন। অন্যদিকে পুরসভার মুখ্যপ্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে শহরের সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সংক্রমণের মূল কারণ হিসাবে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের চরম গাফিলতি ও নিয়মভঙ্গ করাকে মেনে নিয়েছেন।
এই প্রসঙ্গে অতীন ঘোষ জানান, ‘নিয়মভঙ্গকারীদের পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা খুঁজে বার করে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবে যে হোমআইসোলেশনে থাকার বৈধতা বাতিল করা হল। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী তাঁদের সেফ হোম বা হাসপাতালে ভরতিরও ব্যবস্থা করবে পুরসভা। যাঁরা হোম আইসোলশেনে থাকবেন তাঁদের কী কী শর্ত মানতে হবে তার গাইডলাইনও পুরসভা ছাপানো ফর্মে বাড়ি বাড়ি পাঠাবে’।

যুবককে ব্রিজ থেকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে, আটক দুই যুবক ফটিকরায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। কুমারঘাট থানা এলাকার ফটিকরায় বিদ্যাসাগর সেতু থেকে এক যুবককে ব্রিজের নিচে নদীতে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় জড়িত দুজনকে আটক করেছে কুমারঘাট থানার পুলিশ। একটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। উল্লেখ্য সোমবার সকালে স্থানীয় লোকজন বিদ্যাসাগর সেতুর নিচে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন বাপি ঘোষ নামে এক সহ চালককে। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত যুবক বাপের বাড়ি আগরতলার নরসিংগড় এলাকায়। বর্তমানে ওই যুবক চিকিৎসাধীন। পূর্ব বিরোধের জের ধরে তাকে নদীর ভেতর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত ক্রমে অভিযুক্ত দুই জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। খুনের উদ্দেশ্যেই ওই যুবককে ব্রিজের উপর থেকে উলঙ্গ করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ আশঙ্কা করছে।

কৈলাসহরে দূর্ঘটনায় গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের হালাইপাড় এলাকায় স্কুটি দুর্ঘটনায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। স্কুটি দুর্ঘটনায় আহত মহিলার নাম মন্দিরা চাকমা। বাড়ি সিঙ্গার বিল এলাকায়। কৈলাশহর থেকে স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ওই মহিলা।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে গিয়ে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মহিলার একটি হাত ভেঙ্গে গেছে। দ্রুতবেগে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার ফলেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কৈলাশহর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আনারসবাহী গাড়িতে লরির ধাক্কা, চালক গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের ৪৩ মাইল এলাকায় একটি লরি ও আনারসবাহী গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে আনারস বাহী গাড়ির চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। জানা যায় লরিটি আগরতলা থেকে যাচ্ছিল। অপরদিকে আনারস নিয়ে একটি গাড়ি কুমারঘাট থেকে আগরতলার থেকে আসছিল। বাক নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায়। আনারস বাহী গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে লরিটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ ওই লরিটি আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা গৃহীত হয়েছে। আনারস বাহী গাড়ির চালক বর্তমানে চিকিৎসাধীন। লরি চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

বন্য হাতিকে গুলি, ধৃত যুবক পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার চাম্পাই এলাকায় বন্য হাতিকে লক্ষ করে গুলি করার ঘটনায় জড়িত এক যুবককে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায় আদালত। ওই যুবকের নাম রমেন দেববর্মা।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত চৌঠা আগস্ট চাম্পাই এলাকায় বন্য হাতির দল নেমে আসে। খবর পেয়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা সেখানে ছুটে যায়।তখন ঐ এক যুবক বন্যহাতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এব্যাপারে বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে মুঙ্গিয়াকামি থানায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়। গুলি চালানোর ঘটনায় জড়িত যুবক রমেন দেববর্মাকে ৫ আগস্ট গ্রেপ্তার করে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। তাকে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। জেলহাজত থেকে তাকে পুনরায় আদালতে তোলা হলে আদালত তাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

কংগ্রেসে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব সর্বদা বজায় থাকবে : অশোক গেহলট

জয়পুর, ১১ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেসে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব সর্বদা বজায় থাকবে। বিজেপি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের সমস্ত বিধায়ক একসঙ্গেই রয়েছেন। জানিয়ে দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশোক গেহলট বলেন, কংগ্রেসে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব সর্বদা বজায় থাকবে। সমস্ত ক্ষোভ নিরসনের জন্য তিন-সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিজেপি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের সমস্ত বিধায়ক একসঙ্গেই রয়েছেন। একজনও আমাদের ছেড়ে চলে যাননি।

জয়নগরে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত চার

জয়নগর, ১১ আগস্ট (হি. স.) : এবার বড়সড় প্রতারণা চক্রের হদিস পেল দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর থানার পুলিশ। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকার বেলিয়াডাঙায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ নাসির আরাফত, গৌতম ঘোষ, গোপীনাথ নস্কর ও উত্তম দেবনাথকে। ধৃতদের মধ্যে দুজন মালদার বাসিন্দা। বাকি দুজন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারনার অভিযোগ রয়েছে।
পুলিশ সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর পুলিশ জেলার সোনারপুর, বারুইপুর, জয়নগর সহ একাধিক থানা এলাকা থেকে বেশ কিছুদিন থেকেই প্রতারণার অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করছে একটি দল। এমনিই অভিযোগ পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার প্রত্যেকটি থানা সতর্ক ছিলো। এদিন জয়নগর থানা সেই চক্রকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত চারজন নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল রেলের অফিসার হিসেবে। কিন্তু সবটাই ছিল ভুয়ো। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল ৪ জন। শেষমেশ পর্দাফাঁস হয় প্রতারণা চক্রের। পুলিশের জালে ধরা পড়ে অভিযুক্তরা। প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের নামে একটি চক্র সক্রিয় ছিল। সারা রাজ্যে জুড়েই এই চক্রের জাল বিছানো ছিল। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০টি ফর্ম উদ্ধার করেছে পুলিস। অভিযোগ, ফর্ম পিছু ১ লাখ টাকা নেওয়া হত। অর্থাৎ চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্র। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ষাট দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

মৃত্যু ১৫১ জনের

পাচের পাতার পর
মধ্যে ৩৮২ জন কামরূপ মহানগর জেলার, ২৯৪ জন কামরীপ গ্রামীণ জেলা, ২৫০ জন ডিব্রুগড় এভং ২০০ জন নগাঁও জেলার বাসিন্দা। এছাড়া যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা সেই পাঁচজন যথাক্রমে শোণিতপুর জেলার সঞ্জীবকুমার ভূঞ্যা (৫২), করিমগঞ্জের সুবীরকুমার দাস (৭০), ডিব্রুগড়ের সলিল চৌধুরী (৫৮), কামরূপ মহানগর জেলার সন্তোষ ভট্টাচার্য (৬৮), চন্দন মহন্ত (২৬) এবং অশোক কে চৌধুরী (৬৫)।

রেলপথ অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর।।** আজ সকাল ৬টা থেকে কোভিড-১৯-এর সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক ব্যবহার করে গ্রামবাসী রেলপথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ পানিসাগরের মহকুমাশাসক অবরোধস্থলে যান এবং গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহারে সম্মত হননি। তাই, তাদের জেলাশাসকের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন মহকুমাশাসক। তাতে তাঁরা রাজি হন এবং জেলাশাসকের সাথে বৈঠক করেন।
এদিকে, বিধায়ক বিধুভূষণ দাস অবরোধস্থলে গিয়ে তাঁদের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, করোনা প্রকোপ থেমে গেলেই ওই রেলওয়ে ওভার ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের বিষয়ে জানিয়েছেন বিধায়ক। কিন্তু গ্রামবাসী তাতে অবরোধ প্রত্যাহারে সম্মত হননি।
জেলাশাসক তাদের জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ওই স্থানে রেল ওভার ব্রিজ নির্মাণে রেলওয়ের তরফে কোনও প্রস্তাব আসেনি। ত্রিপুরা সরকার এ-বিষয়ে অবগত নয়। তবে খুব শীঘ্রই রেল ওভার ব্রিজ নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন, আগামী রবিবারের মধ্যে রেলওয়েকে নির্মাণ খরচের হিসাব দিতে বলা হবে। জেলাশাসকের অনুরোধে এবং আশ্বাসে গ্রামবাসী অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

উদ্বিগ্ন কেন্দ্র

● **প্রথম পাতার পর।।** বিরুদ্ধে। একই ভাবে আমাদের এই লড়াই জারি রাখতে হবে।”
বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, “এখনও পর্যন্ত এই করোনা লড়াইয়ে রাজ্য সরকার আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি, করোনা চিকিৎসার জন্য সেফ হোম, কোয়ারেন্টিন, অনলাইন সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং, টেলি মেডিসিন, কোভিড ওয়ারিয়রস ক্লাব-সহ রাজ্য যেসব পদক্ষেপগুলি করেছে তার সবকটি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
একইসঙ্গে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ রুখতে সাপ্তাহিক লকডাউন, মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার মতো যে পদক্ষেপ তা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্ত

● **প্রথম পাতার পর।।** ঘুরাফেরা করতে দেখে তাদের আটক করে গন্ডাছড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। টানা তিন দিন ধরে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ তাদের বিরোদ্ধে তদন্তে নেমে ধৃতরা বৈরি সহযোগী দলের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এমন কোন কিছু প্রমান বের করতে পারে নি। আসলে এদিন যুবকরা আনন্দ পাড়াতে গিয়েছিল সোলার লাইট কেনার জন্য। এদিকে ভারত-বাংলা সীমান্ত এই সব প্রত্যন্ত এলাকা গুলোতে বর্তমানে বৈরী দলের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিন টিএসআর জওয়ানরা বৈরী বিরোধি অভিযানে বের হয়ে অপরিচিত পাচঁ যুবককে ঘুরাফেরা করতে দেখে আটক করেছিল। যদিওবা পরবর্তী সময় বিএসএফের পক্ষ থেকে টিএসআর জওয়ানদের বার বার বলার চেষ্টা করে ধৃত যুবকরা তাদের পরিচিত। এমনকি তাদের মধ্যে এক দুই জন তাদের ক্যাম্পেও কাজ করে। তাই তাদের ছেড়ে দিতে বলে। তবে কোন অবসাতেই টিএসআর জওয়ানরা মানতে নারাজ। উল্টো তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অবশেষে পুলিশের তদন্তে বেড়িয়ে আসে ধৃতরা অসহায় নিরপরাধি। তাই মঙ্গলবার সকালে থানা থেকে পুলিশ ধৃতদের সসন্মানে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আক্রান্ত ১১০

● **প্রথম পাতার পর।।** এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ১ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ২২জন, ধলাইতে ৪ জন, খোয়াইতে ৮ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৩৯ জন, সিপাহীজলায় ৪ জন এবং গোমতী জেলায় ৩২ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

৯টি দোকান

● **প্রথম পাতার পর।।** হয়ে উঠে। খবর পাঠানো হয় মনু বাজার দমকলবাহিনীর অফিসে। সেখান থেকেও একাধিক ইঞ্জিন আগুন নেভানোর জন্য সাবরুম ছুটে আসে। তাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।মঙ্গলবার সকালে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সাবরুম এর ভেতর বাজার এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপদকালীন সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ এবং দমকলবাহিনীর জওয়ানরা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছে।

আশীষ কুমার সাহা

● **প্রথম পাতার পর।।** অতিমারি করোনা ভাইরাস সংক্রমণে রোগীদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাযোগ্য চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে আরো নজর রাখা প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশাপাশি, এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত সকলকেই নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথা পদক্ষেপের প্রত্যাশা করেছেন।

ব্যবসায়ীরা

● **প্রথম পাতার পর।।** এ-বিষয়ে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় বলেন, আজ সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হল-এ ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি এবং পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাতে কয়লা, সিমেন্ট, মাছ বাংলাদেশ থেকে আমদানি এবং আদা, শুঁটকি, চকোলেট বাংলাদেশে রফতানি নিয়ে ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত, সে-কথা জানিয়েছেন তাঁরা।
সুজিতবাবুরর কথায়, সোনামুড়া জেটি সংলগ্ন স্থানে সামান্য সমস্যা রয়েছে। তা ইতিমধ্যেই সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া, যাবতীয় কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তিনি জানান, নদীপথে পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশের অংশে সামান্য বাধা-বিপত্তি রয়েছে। আজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ওই নদীপথ পরিদর্শন করছেন। তিনি জানান, ব্যবসায়ীরা আজ বিএসএফ-কে সাথে নিয়ে নদীপথে জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে পরীক্ষামূলক পণ্য পরিবহণে ৫০ টন সিমেন্ট রফতানির জন্য সে-দেশের একটি সংস্থা প্রস্তুত।

সঙ্কটজনক

● **প্রথম পাতার পর।।** ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। তখন রিপোর্টে তাঁর করোনা ধরা পড়ে। সেই কারণে টুইটে তিনি লেখেন, ”গত সপ্তাহে যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন, অনুরোধ করব তাঁরা যেন সেলফ আইসোলেশনে চলে যান। সেই সঙ্গে যেন অবশ্যই করোনা পরীক্ষা করান”।

আইপিএফটি’র

আটের পাতার পর।। হয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই ধরনের কৌশল নিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক শরীর জোটের মধ্যে যে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে তার পরিণতি কি হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।শাসক শরিক জোটের মধ্যে এ ধরনের কাদা ছোড়াছুড়ির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য বিরোধীরা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য ইতিমধ্যে ময়দানে নামতে শুরু করেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে আইপিএফটি ধরনের মন্তব্যের জবাব দিতে বিজেপি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে শরীর জোটের মধ্যে মতভেদ জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে আরো চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

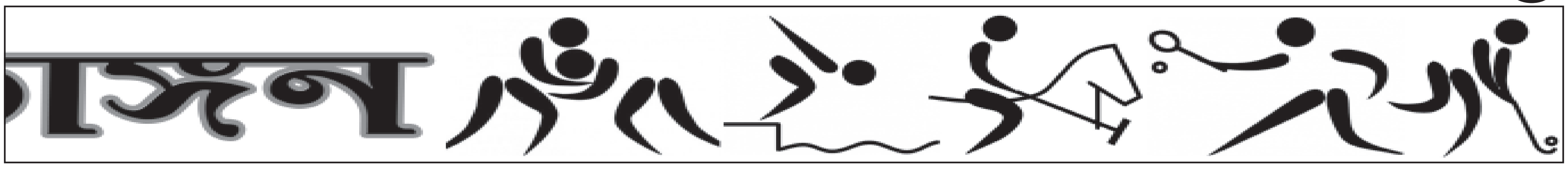

জন্মস্থানে ৫০ টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র দিলেন মেসি

আর্জেন্টিনার রোজারিও, যেখানে শেকড় লিওনেল মেসির। কৈশোরে রোজারিও থেকে স্পেনে পাড়ি জমালেও জন্মস্থানকে কী আর ভুলে থাকতে পারেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক! করোনার এই সময়ে জন্মস্থান রোজারিওর মানুষের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছেন বার্সেলোনা তারকা। সেখানকার হাসপাতালগুলোর জন্য দান করেছেন ৫০টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র।মানবিক কাজে সব সময়ই এগিয়ে আসেন লিওনেল মেসি। ইউনিসেফের তহবিলে শিশুদের জন্য অর্থ দান করা থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনায় বাস্তুহারা ও ক্ষুধার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে তাঁকে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো চিকিৎসা সেবা। তাই এবার হাসপাতালে দান করেছেন শ্বাসযন্ত্র। এরই মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর যে যন্ত্রের অভাবে অনেক মানুষই গেছেন।৫০টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে ৩২টি বিশেষ ফ্লাইটে রোজারিওতে পৌঁছে গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেসির ঘনিষ্ঠ একজন, 'লিওর (মেসি) দান করা ৫০টি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের ৩২টি শুক্রবার রোজারিওর বিমানবন্দরে পৌঁছে গেছে।' সেখান থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেগুলো বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করা হবে। করোনার এই সময়ে মেসির সাহায্য এই প্রথম নয়। গত মে মাসে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের একটি হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা সরঞ্জামের সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র প্রদান করেছিলেন তিনি।তবে শুধু আর্জেন্টিনাতেই নয়, নিয়মিতই বার্সেলোনার বিভিন্ন হাসপাতালে অনুদান দেওয়ার নজির আছে মেসির। গত বছর তার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সান হুয়ান দে লেউ হাসপাতালে শিশুদের ক্যানসারের জন্য তহবিল গড়েছিলেন তিনি।

নেইমারদের পার্টি—সংস্কৃতিকে 'লজ্জাজনক' বললেন সাবেক সতীর্থ

নেইমারের জন্মদিন...পার্টি। মাউরো ইকার্দির জন্মদিন...পার্টি। পিএসজির যে খেলোয়াড়েরই জন্মদিন আসুক না কেন, আলো ঝলমলে পার্টি হবেএটা যেন প্যারিসের ক্লাবটিতে অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। তাও আবার যেনতেন পার্টি নয়, শয়ে শয়ে অতিথি থাকবে, গোটা একটা 'প্রাসাদ' ভাড়া করা হবে। সেখানে রাতভর চলবে উদ্দাম পার্টি। পিএসজির এই পার্টি সংস্কৃতিকে লজ্জাজনকই বলেছেন নেইমার-এমবাপ্পেদের সাবেক সতীর্থ টমাস মুনিয়ের।২৮ বছর বয়সী মুনিয়ের লিগ ওয়ানের ক্লাব পিএসজি ছেড়ে জুলাই মাসে নাম লিখিয়েছেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। প্যারিসের ক্লাবটিতে চার মৌসুম খেলে তিনটি লিগ জিতেছেন মুনিয়ের। বেলজিয়ামের ডিফেন্ডার সম্প্রতি আরটিবিএফকে বলেছেন, 'আমি যখন ব্রুজেসে ছিলাম, সেখানেও জন্মদিনের পার্টি হতো। সেই সব পার্টিতে আমরা পানশালায় গিয়ে ডার্ট বা পুল খেলতাম। কিন্তু পিএসজিতে জন্মদিনের পার্টিগুলো ভয়ংকর আর লজ্জাজনক!'পিএসজির জন্মদিনের পার্টিগুলো কেমন তার একটা ধারণা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন মুনিয়ের, 'এটা আসলে ক্লাবটির সংস্কৃতির একটা ধারণা দেয়। সেখানে জন্মদিনের পার্টি মানেই একটি প্রাসাদ ভাড়া করা বা গোটা একটি ভবন ভাড়া করা। শত শত মানুষ নিয়ে পার্টি করা। এটা দেখলে একটাই বিষয় মনে হবেতারা ফুটবলারের চেয়েও বেশি কিছু। তারা আসলে তারকা।'নেইমারের সর্বশেষ জন্মদিনের পার্টি নিয়ে কোচ টমাস টুখেলের সঙ্গে ঝামেলাও হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে নেইমার তাঁর জন্মদিনের পার্টিটা করেছিলেন নঁতের বিপক্ষে লিগ ম্যাচের দুদিন আগে।

জার্মানিতে অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অসন্তুষ্ট সুলশার

জার্মানিতে অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট নন সুলশার। এভাবে অনুশীলন নেওয়াটা তাঁর দলের জন্য কঠিন হয়ে যাবে বলে মনে করেন ইউনাইটেড কোচইউরোপা লিগের জন্য জার্মানিকেই বেছে নিয়েছে উয়েফা। জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করে দু-তিনটি শহরে হচ্ছে টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো। কোলনে কাল এফসি কোপেনহেগেনকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সেমিফাইনাল ম্যাচটি তারা খেলবে আগামী রোববার। সেই ম্যাচের জন্য নিজেদের তৈরি করতে দল নিয়ে নিজেদের অনুশীলন মাঠ ক্যারিংটনে ফিরতে পারলেই খুশি হতেন কোচ ওলে গুনার সুলশার। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ উয়েফা আগেই বলে দিয়েছে টুর্নামেন্টের বাকি অংশটা জার্মানিতেই কাটাতে হবে দলগুলোকে।জার্মানিতে অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট নন সুলশার। এভাবে অনুশীলন নেওয়াটা তাঁর দলের জন্য কঠিন হয়ে যাবে বলে মনে করেন ইউনাইটেড কোচ, 'আমরা যে রকম সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অনুশীলন করতে অভ্যস্ত, এখানে সেই সুযোগ-সুবিধা নেই। তবে এটা কোনো অজুহাত নয়। সব দলেরই একই অবস্থা। একটি ম্যাচ শেষে আগের অবস্থায় ফিরে আসা আর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বিশ্বের সেরা সুযোগ-সুবিধা পাই আমবা।'ম্যানচেস্টাব ইউনাইটেডের কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল ম্যাচের মধ্যে ছয় দিনের ব্যবধান। একটি দলের জন্য নিজেদের খেলোয়াড়দের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট সময় এটা। সুলশার এটাকে ভালো দিক হিসেবেই দেখছেন, 'একটি ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে আমরা ৬ দিন সময় পাচ্ছি। একটি ম্যাচের জন্য নিজেদের তৈরি করতে এত সময় খুব বেশি আমরা পাই না।'তবে করোনাভাইরাসের কারণে এবারের মৌসুমটা একটু যেন বেশিই লম্বা মনে হচ্ছ

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO: 06/EE/PWD(R&B)/AMB/2020-21 Dt. 04-08-2020

The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 05-09-2020 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of RCC bridge over **Raima river** on Gandacherra-Raishyabari road at Ch.19.32 km under PWD(R&B) Gandacherra Sub-Division, Job No.TP/COM/19/2018-19. (2nd Call) **DNIT No: 02/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU) 2020-21**	Rs. 2,68,91,237.00	Rs. 2,68,912.00	24 (twenty four) months	Up to15.00 Hrs on 05-09-2020	At 16.00 Hrs on 07-09-2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

For further details contact to the Office of the undersigne
ICA/C-1305/2020-21

(Er. Pranay Kumar Das, TES)
Executive Engineer, Ambassa Division,
PWD(R&B), Ambassa, Dhalai,Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 11/EE(AGRI)/S/2020-21 , dated 07/08/2020

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of Tripura, Udaipur, Gomati invites Percentage Rate e-Tenders from the eligible bidders Up to 20/08/2020 at 10:00 AM for the following works:

SI. No.	e- D.N.I.T NO.	Estimated Money	Earnest Costing	Last date of e-bidding	Date of open
1.	24/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs.2,46,510/-	Rs.2,465/-	Up to 20/ 08/2020 at 10:00 AM	On 20/ 08/ 2020 at 11:00 AM if pos- sible
2.	25/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs.2,46,510/-	Rs.2,465/-		
3.	26/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs. 2, 85,209/-	Rs.2,852/-		
4.	5. 27/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs. 3,00,614/-	Rs.15,45,301/-		
5.	28/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs.3,006/-	Rs.15,453/-		
6.	29/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs.15,23,000/-	Rs.15,230/-		
7.	30/EE/AGRI/ SOUTH/2020-21	Rs.3,52,475/-	Rs.3,525/-		

For details, please visit website www.tripuratenders.govin and contact 03821-222486.
ICA/C-1313-2020-21

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South),
Department of Agriculture &
Farmers Welfare, Udaipur, Gomati.

বাবার আদালতে সাজা হলো স্টুয়ার্ট ব্রডের

খেলার মাঠে বাজে আচরণের দায়ে এর আগেও জরিমানা গুনেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। কিন্তু ম্যানচেস্টারে হওয়া সর্বশেষ টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি কার কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছেন জানেন? নিজের বাবার কাছ থেকেই জরিমানা গুনেছেন এই ইংলিশ পেসার!একটু খোলাসা করেই বলা যাক, গত শনিবার পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ইয়াসির শাহর বিপক্ষে বল করার সময় বেশ আগ্রাসী ছিলেন ব্রড। ইয়াসিরকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর সামনে গিয়ে বাজে অঙ্গভঙ্গি করেছেন, বাজে ভাষায় কথাও বলেছেন। এতেই আইসিসির আচরণবিধির ২.৪ ধারাটি ভাঙেন ব্রড। এ কারণে তাঁর ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। আর এই জরিমানা করেছেন ম্যাচের এলিট প্যানেলের রেফারি স্টুয়ার্ট ব্রডের বাবা ক্রিস ব্রড।

শাস্তির পাশাপাশি ব্রডের নামের পাশে একটা ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে।সব মিলিয়ে তিনি পেলেন তিনটি ডিমেরিট পয়েন্ট।গত দুই বছরে এটা ব্রডের তৃতীয় অপরাধ। এর আগে ২০১৮ সালের আগস্টে ট্রেন্টব্রিজে ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে এবং চলতি বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টেও এমন বাজে আচরণ করেছিলেন ব্রড। বাবার কাছে অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় নতুন করে অবশ্য শুনানির প্রয়োজন পড়েনি ব্রডের।

'কোয়ারেন্টিন—খরচ' এড়াতে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ স্থগিত

করোনাপরিস্থিতি দারুণভাবেই সামলে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। এখনো পর্যন্ত দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৮৭৫ জন। মৃত্যু মাত্র ১১। উপমহাদেশের অন্য দেশগুলির তুলনায় এ সংখ্যা অনেকটাই স্বস্তির। সে কারণেই ক্রিকেট সহ অন্যান্য খেলা মাঠে ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। লঙ্কান সরকারের স্বাস্থ্যবিধি খুবই কঠোর। বিদেশ থেকে যেকোনো নাগরিক শ্রীলঙ্কায় গেলে তাদের ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়। সরকারের এমন নীতির কারণেই আগস্টের শেষ থেকে মাঠে গড়ানোর কথা থাকলেও লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ পিছিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)।লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি ক্রিকেটাররা থাকতেন। টিভি সম্প্রচারক কিংবা ধারাভাষ্যকারদের অনেকেই হয়তো আসতেন বিদেশ থেকে। সরকারি নিয়মানুযায়ী এই বিদেশিদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে রাখার খরচটা এড়াতেই মূলত ক্রিকেট শ্রীলঙ্কার এই সিদ্ধান্ত।

আগস্টের জায়গায় আগামী নভেম্বরে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ আয়োজনের ইচ্ছা শ্রীলঙ্কার। ২০ নভেম্বর তারিখ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা ফাঁকা সময় আছে। এ ব্যাপারে এসএলসির সহ সভাপতি রাভিন বিক্রমারত্ন বলেন, ' শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট চায় সে সময়ই এটি আয়োজন করতে। আমরা ফাঁকা সময়টাকে ধরেই পরিকল্পনা করছি।'

টুর্নামেন্ট পেছানোর পেছনে আইপিএলেরও প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে। বিক্রমারত্নের মতে, 'টুর্নামেন্টটি আইপিএলের সম্ভাব্য সময়ে হতো। দর্শকের আগ্রহের দিক থেকে এলপিএল আইপিএলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত না।'আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আবার শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা।

বাংলাদেশও শ্রীলঙ্কায় গিয়ে কোয়ারেন্টিনের ঝামেলা এড়াতে চাচ্ছে। তবে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা করোনার নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কায় গেলেও সেখানে আবার তাঁদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। গতকাল বিসিবি প্রধান নির্বাহী প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।বাংলাদেশ দলকেও ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে রাখা এসএলসির জন্য আর্থিক চাপ মনে করছেন বিক্রমারত্ন, 'আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে নিয়ম একটু শিথিল করতে বলেছি। যদি বাংলাদেশকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন করতে হয়, তাহলে সেই খরচটা তাদের বোর্ডকে বহন করতে হবে। এমন হলে তাদের জন্য কঠিন হবে।'

PNIT NO: e-PT-VIII/EE/RD/ABS/2020-21
DATED-07/08/2020

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 13/08/2020 for (Emergency work releted to COVID-19 and any other az,idemic situation under R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth and also rec uested to use mask on face and to keen maintain sociel distance to avoid COVID-19 pandemic.
ICA/C-1321-2020-21

[Er.S. Biswas as]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

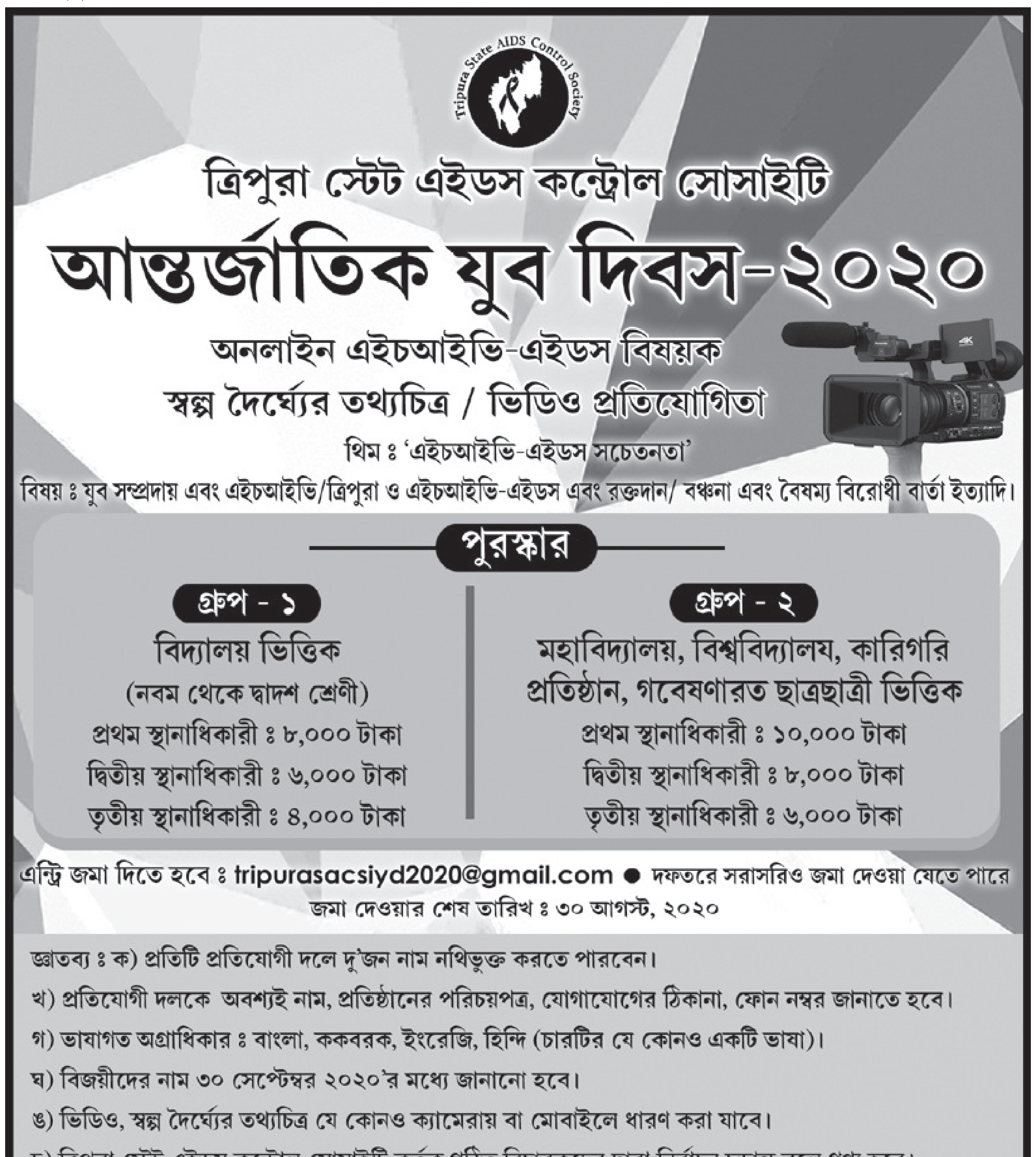

ক্ষুদিরামের ১১৩তম শহীদ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী পুরুষ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৩ তম শহীদ দিবস আজ রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দিবসটি পালন করা হয়।রাজধানী আগরতলা শহরের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এর সামনে ক্ষুদিরাম স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এদিন উপলক্ষে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরা বলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু।দেশ ও দেশ মাতৃকাকে ব্রিটিশের শৃংখল মুক্ত করার জন্য ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে আত্মবলিদান দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম বসুর জন্য গোটা দেশ আজ গর্বিত বলেও তারা উল্লেখ করেন।ক্ষুদিরাম বসু সহ অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যুবসমাজ ও নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

গাঁজা সহ নেশাকারবারী বিএসএফ'র জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু, এই পদক্ষেপকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারিরা তাদের আরো বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সিপাহী জলা জেলাকে নেশা কারবারিরা তাদের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ও তাতে বসে নেই। শ্রীনগর থেকে সাড়ে নয় কেজি গাঁজাসহ এক নেশা পাচারকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফের জওয়ানরা। আটক নেশা পাচারকারী নাম জামিল মিয়া। এদিকে যাত্রাপুর থানার পুলিশ আরো এক নেতাকে আটক করেছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে আটক নেশাকারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এদিকে মেলাঘর থানা এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ আটক ২ যুবককে ১০ দিনের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে একটি গাড়ি ও ও তার হয়েছে। মেলাঘর থানার পুলিশ জানিয়েছে আটক দুই যুবককে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

নতুনবাজারে সমাজবিরোধী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। নতুন বাজার থানার পুলিশ এক কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম সুরজিৎ দেব। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ডিসেম্বর মাসে পুলিশের একজন জিএসপির ওপর আক্রমণ করা এবং সরকারি গাড়ি ভাঙচুর করার ঘটনায় জড়িত ছিল। তার বিরুদ্ধে নতুনবাজার থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। পুলিশ তাকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য সূর্যদেব নামে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই নানা সন্ত্রাস চালিয়ে আসছিল। সে এলাকাবাসীর কাছে সন্ত্রাসী হিসেবেই পরিচিত।তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকেও জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

সরকারি আবাসে বসে মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব

ভরতি করেনি হাসপাতাল, মণিপুরে আবারো বিনা চিকিৎসায় রোগীণী মৃত্যু

ইমফল, ১১ আগস্ট (হি.স.) : আবারো মণিপুরে হাসপাতালে ভরতি না করায় রোগিণীর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য সরকারের কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও দু-দুটি বেসরকারি হাসপাতাল রোগী ভরতি না করায় মণিপুর জুড়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সহ প্রত্যেক রোগীকে সমান চোখে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল মণিপুর সরকার। অথচ, হাসপাতালের দায়িত্বহীন ভূমিকায় বিনা চিকিৎসায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যের থউবাল জেলার ওয়াংজিং ওয়াংখেই এলাকার বাসিন্দা জনৈক লাইসরাম রোশানের স্ত্রী লাইসরাম সন্ধ্যা (২১)-র বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ, দুটি বেসরকারি হাসপাতাল তাকে ভরতি করেনি। তাতে রোগিণী যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যু হয়েছে।

মৃতের পরিবারের জনৈক সদস্যের দাবি, সোমবার সন্ধ্যার ঋতুস্রাবের পঞ্চম দিন ছিল। কিন্তু এদিন দুপুরে তাঁর অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ফলে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় এক সেবিকা চিকিৎসা করেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হওয়ায় তাঁকে বিকেল সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা নাগাদ লামফেলে লাঙ্গল ভিউ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতাল তাঁকে ভরতি করতে আপত্তি তুলে। জরুরি পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো নেই অজুহাত দেখিয়ে হাসপাতাল তাদের ফিরিয়ে দেয়।

সদস্যটি আক্ষেপ করে বলেন, হাসপাতাল ভরতি না করায় বাধ্য হয়ে অন্য হাসপাতালে ছুটে যাই। পরবর্তীতে তাঁকে ইমফলের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এখানেও হাসপাতালের কর্মীরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য কোনঁ চিকিৎসক নেই অজুহাত দেখিয়ে আমাদের ফিরিয়ে দেন।

তিনি বলেন, দুটি হাসপাতাল ভর্তি না করায় কোনও আশা দেখতে না পেয়ে সন্ধ্যা-কে সিজা হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, মণিপুরে হাসপাতালে রোগী ভরতি না করায় মৃত্যুর একাধিক ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করেছে। কিন্তু, আবারো বিনা চিকিৎসায় এক রোগিণীর মৃত্যুর ঘটনায় মণিপুরকে কলংকিত করেছে।

নাগা শান্তি চুক্তি সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার, সূত্রের খবর

কোহিমা, ১১ আগস্ট (হি.স.) : কয়েক দশক ধরে ঝুলন্ত নাগা জঙ্গিদের সাথে শান্তি চুক্তি এ বছর সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সম্পন্ন করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই লক্ষ্যে তাদের সাথে দফাওয়ারি বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের আগ্রহে প্রধানমন্ত্রীর শান্তিদূত তথা নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল আরএন রবি অতি শীঘ্র এনএসসিএন (আইএম) নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসবেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর নাগা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে এ-বছর সেপ্টেম্বরকে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। ওই সময়ের মধ্যে সমস্ত নাগা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের চূড়ান্ত দিনক্ষণ স্থির করা হয়নি। তবে, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে ভেবে আর বিলম্ব হোক, চাইছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ডের জন্য পৃথক পতাকা ও সংবিধানের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার খারিজ করে দিয়েছে আগেই। ধারণা করা হচ্ছে, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর ওই দুটি বিতর্কিত বিষয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আলোচনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। সূত্রের বক্তব্য, একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। সূত্রের মতে, নাগা চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করার আগে প্রধানমন্ত্রীর শান্তিদূত এবং এনএসসিএন (আইএম)-এর মাধ্যস্থতাকারীর মধ্যে এক বা দুই দফার বেশি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তি-তে নাগা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যনির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা স্বাক্ষরকারী থাকতে পারেন।

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে জম্পুইজলায় ১ দিনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ আগস্ট।। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং নর্থ টি আর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সহযোগিতায় জম্পুইজলা বুখরুই কমিউনিটি হলে প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের বিডিও বরুন দেববর্মা, নর্থ টি আর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কার্যকরী সদস্য বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সমাজসেবক মোশাহিদ আলী। জম্পুইজলা ব্লকের অধীন ৩১ টি ভিলেজের সচিব,জি আর এস, আরপিএম এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতিতে হয় সভা। প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন নর্থ টি আর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কার্যকরী সদস্য বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সমাজসেবক মোশাহিদ আলী। জীবন ও জীবিকার জন্য নির্মল সবুজ পরিবেশ এবং পৃথিবীর সুরক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশবাসীর প্রতি প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সে আহ্বান কে সামনে রেখে বিশেষ করে সিপাহীজলা জেলায় কোভিড-১৯ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ব্লক পঞ্চায়েত, ভিলেজ এলাকায় করোনা মুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিতে সোসাইটির এই ধরনের অভিযান বলে জানিয়েছেন তিনি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু পরিবেশের জন্য প্লাস্টিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ভয়ঙ্কর হুমকি। একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিক বিপদজনক প্লাস্টিক বর্জন করছে। প্লাস্টিক জমির উর্বরতা নষ্ট করে। প্লাস্টিক প্যাকেট নালা-নর্দমার মুখ বন্ধ করে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিস্তার ব্যাঘাত ঘটায় পরিত্যক্ত প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার মাধ্যমে নতুন ধরনের প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরি করা হলে তাতে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু মিশে থাকার সম্ভাবনা থাকে। প্লাস্টিক প্যাকেট পুড়িয়ে নষ্ট করলেও তা থেকে কার্বন- মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন, ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস নির্গত হয় যা থেকে ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিও হতে পারে।

এছাড়া প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ এর বিক্ষিপ্ত ব্যবহার পরিবেশের স্বচ্ছতাকে নষ্ট করে। তাই প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সরকারের আহবানকে গুরুত্বসহকারে মানার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। বিডিও বরুন দেববর্মা বলেন প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি ভিলেজের সচিব,জি আর এস, আরপিএম এবং স্বেচ্ছাসেবীদের আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। এই সোসাইটির মাধ্যমে এই শুভ উদ্যোগ সারা রাজ্যেই বিস্তার লাভ করুক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। সভা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে এন-৯৫ মাস্ক,স্যানিটাইজার এবং গ্লাভস, ফ্লাক্স বিজ্ঞাপন সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

অল্পেতে রক্ষা পেল ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ আগস্ট।। অল্পেতে অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা সহ পার্শবর্তী দোকানপাট। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তেলিয়ামুড়া পুরাতন ডিসি অফিস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বাড়িতে হাঁস মোরগ পালন করার একটি ঘরে আগুন লাগে। স্থানীয় লোকজন আগুন দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর দ্রুতআর অংক ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনে।আগুন বেশিদূর করাতে না পারায় পার্শবর্তী গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য দোকানপাট রক্ষা পেয়েছে। কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি অল ইন্ডিয়া ইউথ ফেডারেশন'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে আগরতলার কৃষ্ণনগর রোডে মঙ্গলবার সিপিআইএম অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত করেছে অল ইন্ডিয়া ইউথ ফেডারেশন। এদিন আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের আপত্তি করে তারা আন্দোলনে অনড় থাকে। আন্দোলনকারীরা জানান দেশের কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে কোন ধরনের অধিবেশন সংঘটত না করেই জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে। এ ধরনের শিক্ষানীতিকে ছাত্র স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠন। অন্যথায় তারা দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

করোনা-পরীক্ষায় শীর্ষে আমেরিকা, ধারেকাছে নেই বিশ্বের কোনও দেশ : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি হয়েছে আমেরিকাতেই। আমেরিকায় প্রায় ৬৫ মিলিয়ন করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে, বিশ্বের কোনও দেশ এই সংখ্যার ধারেকাছেই নেই। ফের দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা প্রায় ৬৫ মিলিয়ন মানুষের করোনা-পরীক্ষা করিয়েছি, এই সংখ্যার ধারেকাছেই নেই বিশ্বের কোনও দেশ। ১১ মিলিয়ন পরীক্ষা করে ভারত দ্বিতীয় হবে এবং সেদেশে ১.৫ বিলিয়ন মানুষ রয়েছে..।' ট্রাম্প আশা প্রকাশ করে জানান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বছরের মধ্যেই করোনাভাইরাসের টিকা এসে যাবে।

চিনের প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "চিন যা করেছে, এজন্য আমরা সত্যিই ক্ষুব্ধ। চিন মোটেও ভালো ছিল না।" প্রসঙ্গত, এদিন সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হোয়াইট হাউসের ব্রিফিং রুম থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে যায় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে ফিরে আসার পর ট্রাম্প জানান, হোয়াইট হাউসের বাইরে গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে এবং মনে হচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মনে হচ্ছে সিক্রেট সার্ভিস তাকে গুলি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত আট সিআরপিএফ জওয়ান করোনায় আক্রান্ত

আগরতলা, ১১ আগস্ট (হি.স.) : ভয়ঙ্কর ঝুঁকিতে রয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত সুরক্ষা কর্মীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। শুধু গতকালই মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত একসাথে আট জন সিআরপিএফ জওয়ানের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের আজ বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক বলেন, ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনকেও কাবু করেছে। তাঁর পরিবারের সদস্য সহ ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে গৃহ আইসোলেশনে রয়েছেন। ওই আধিকারিকের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে নিরাপত্তা কর্মীরা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এখন পর্যন্ত ১৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গতকাল একসাথে সর্বোচ্চ আটজন সিআরপিএফ কর্মীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে এখন তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাদেরও খুঁজে বের করে নমুনা পরীক্ষা হবে।

তাঁর দাবি, ওই আট সিআরপিএফ জওয়ানকে বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের আরও কয়েকজনের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে বসেই কাজকর্ম করছেন। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন তিনি।

সিপাহীজলায় নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে অবাধে, বন দপ্তর নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। সিপাহীজলা জেলার পরিমল চৌমুহনীতে দিয়ে নদী থেকে বালি তোলার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ড্রেজার দিয়ে নদী থেকে বালি তোলা আইনত নিষিদ্ধ। বনদপ্তর এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজনরা দিয়ে নদী থেকে প্রতিনিয়ত বালি তুলে চলেছে। অভিযোগ বনদপ্তরের একাংশের অফিসার ও কর্মীদের যোগসাজশে এ ধরনের কার্যকলাপ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।স্থানীয় জনগণের অভিযোগ বনদপ্তর এর কর্মকর্তারা মঙ্গলবার পরিমল চৌমুহনীতে গিয়ে রোজার দিয়ে বালু তোলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পর থেকে আটক করেননি বলে অভিযোগ।উপরন্তু তাদের সামনে দিয়ে ড্রজার নিয়ে চালক সেখান থেকে কেটে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছে। বনদপ্তর এর কর্মকর্তাদের যোগসাজশেই ড্রজার দিয়ে যে নদী থেকে বালু সংগ্রহ করা হয়েছে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে।যে সরিষা দিয়ে ভূত তাড়াতে হয় সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভূত আত্মগোপন করে থাকে তাহলে ভূত তাড়ানো কিভাবে সম্ভব সেই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার জনগণ।

জাইকা প্রকল্পে দূর্নীতি, অভিযোগ আইপিএফটি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। বনদপ্তর এর জাইকা প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে রাজ্যের শাসক শরিক জোট আইপিএফটি ঊনকোটি জেলা সভাপতি জয় কিষান দেববর্মা এব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন ঊনকোটি জেলায় বনদপ্তর এর জাইকাপ্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি চলেছে। পেচারথল মাচমারা চন্ডিপুর এবং গৌরনগর ব্লক এলাকায় এ ধরনের দুর্নীতির বহু প্রমাণ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।এসব বিষয় নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ এনে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরো অভিযোগ করেন জাইকা প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মরাত্মক কারচুপি করা হচ্ছে। এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসক জোটের মধ্যে মতবিরোধ ক্রমশ তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ঊনকোটি জেলায় আইপিএফটি পক্ষ থেকে শাসক জোট বিজেপির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বিজেপিকে কোনঠাসা করার চেষ্টা শুরু

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট।। ১৯৪১ সালের ৯ আগষ্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গতকাল ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮১ তম দিবস ছিল। ১৯৯৮ সারে ৯ আগস্ট আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের সম্মুখস্ত নেতাজী কর্ণারে নেতাজী জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপন কমিটির উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্রোঞ্জ মুর্তি স্থাপন করা হয়। আজ ছিল ২৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস, মূর্তির পাদদেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কমিটির সহ সম্পাদক রঘুনাথ সরকার। নেতাজী মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন সহ সম্পাদক বিজয় কৃষ্ণ রায়, কোষাধ্যক্ষ জওহরলাল বণিক, সদস্য চন্দন বণিক ও শুভঙ্কর দত্ত। সভায় বক্তব্য রাখে রঘুনাথ সরকার। তিনি বক্তব্যে ৯ আগস্ট আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা লাভের জন্য ৯ আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই দিনকে স্মরণ করে এখানে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্রোঞ্জ মুর্তি স্থাপন করা হয়। অজ ২৩তম দিবস। ভারতবর্ষ পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থঅ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হবে।

১০ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৮১০ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৫৪,২৯০

জয়পুর, ১১ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, একলাফে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬২০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। নতুন করে ৬২০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৪,২৯০। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬২০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২১৩ জন।

আক্রান্ত ৬২০ জনের মধ্যে আজমের-এ আক্রান্ত ৬০ জন, বরণে ৯ জন, বারমের-এ ৩৫ জন, চিত্তোরগড়ে ৪ জন, দুঙ্গারপুরে ১৪ জন, জয়পুরে ৬০ জন, ঝালাওয়ারে ৪০ জন, কোটায় ১৩৭ জন, নাগাউরে ৫২ জন, পালিতে ৫০ জন, প্রতাপগড়ে দু''জন, রাজাসমন্দে ১৪ জন এবং সিকারে ১৪৩ জন মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪,২৯০-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,২৭৩ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,২০৭ এবং নতুন করে ১০ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৮১০ জনের।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৭১ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ১৬ লক্ষ ছুঁইছুঁই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ সংক্রমণে ফের রেকর্ড ভারতে, একলাফে অনেকটাই বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২২,৬৮,৬৭৬-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৩,৬০১ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৫,২৫৭ জন এবং সংক্রমিত ২২,৬৮,৬৭৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,৮৩,৪৯০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯২৯।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৪৫,২৫৭ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ২,১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ১৫১ জন, বিহারে ৩৯৭ জনের, চন্ডীগড়ে ২৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৯৯ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,১৩১ জনের, গোয়া ৮০ জন, গুজরাটে ২,৬৭২ জনের, হরিয়ানায় ৪৮৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৭ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৭৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৮৮ জনের, কর্ণাটকে ৩,৩১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১১৫ জন, লাদাখে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,০১৫ জন, মহারাষ্ট্রে ১৮,০৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১১ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ২৮৬ জনের, পুদুচেরিতে ৮৯ জন, পঞ্জাবে ৬০৪ জন, রাজস্থানে ৮০০ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৫,০৪১ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৪৫ জন, ত্রিপুরায় ৪৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৩৪ জন, উত্তর প্রদেশে ২,১২০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,১০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৯৯ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৬৯.৮০ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৮.২১ শতাংশ মানুষ। প্রাণঘাতী ভাইরাস করোনাকে রুখতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১০ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৫২,৮১,৮৪৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১০ আগস্ট ৬,৯৮,২৯০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে রবিবার সারা দিনে ভারতে ৪,৭৭,০২৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।